সমুদ্র-মন্থন

(পৌরাণিক নাটক)

'বিদ্রোহী' 'কৃষ্ণসখা', 'কবি জয়দেব' প্রভৃতি কিশোর নাট্য ও 'অতীতের মানব', 'বাংলার গণেশ', 'রাজা দুর্যোধন', 'দশরথ', 'মন্দিরে' প্রভৃতি নাটক ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণেতা

কবিরত্নাকর, সাহিত্যাচার্য্য

শ্রীবিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী

প্রকাশনা

চক্রবুধ গ্রন্থালয়

পাবনা কলোনী

কাটোয়া, বর্ধমান

সমুদ্র-মন্থন

(পৌরাণিক নাটক)

'বিদ্রোহী' 'কৃষ্ণসখা', 'কবি জয়দেব' প্রভৃতি কিশোর নাট্য ও 'অতীতের মানব', 'বাংলার গণেশ', 'রাজা দুর্যোধন', 'দশরথ', 'মন্দিরে' প্রভৃতি নাটক ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণেতা

কবিরত্নাকর, সাহিত্যাচার্য্য

শ্রীবিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী

প্রকাশনা

চক্রবুধ গ্রন্থালয়

পাবনা কলোনী

কাটোয়া, বর্দ্ধমান

উৎসর্গ

জগদীশ,

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোত্তম এম. এ, উপাধিতে ভূষিত হ'য়ে মাত্র তিন মাসের মধ্যে মা এবং আমাদের শোকসাগরে নিমজ্জিত ক'রে কোন অজ্ঞাত লোকের পথযাত্রী হলে।—সে আজ প্রায় বিশ বছরের কথা।

ভীষণ অতীত বিস্মৃতির পথে

তাই তোমার আত্মার কল্যাণে, তোমার স্মৃতির স্মরণে, তোমারই উদ্দীপনা প্রসূত এই 'সমুদ্র-মন্থন' নাটক তোমারই উদ্দেশ্যে সমর্পিত হল।

স্নেহাসক্ত তোমার অগ্রজ
শ্রীবিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী

॥ ভূমিকা ॥

"সত্য ব্রত যার জীবনের
মিথ্যা শঙ্কা তার মরণের।"

সমুদ্র রত্নের আকর তাই তার এক নাম রত্নাকর। যে সত্যের অপলাপে সূচিত বিরাট সমুদ্র-মন্থন আয়াস-সাধ্য হয়েছিল তা সত্যি অচিন্তনীয়। এই অভাবনীয় অভূতপূর্ব মন্থনের ফলে সমুদ্রের অন্তস্তল-প্রবিষ্টা পদ্মবন নিবাসিনী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর উদ্ধার সাধনই হয়নি—বহু অমূল্য রত্নরাজির উদ্ভব হয়েছিল। তার মধ্যে সারভূত অমৃতই সর্বশ্রেষ্ঠ। পুরাণ-বর্ণিত আখ্যানে এ সবই দেবতাদের অধিকার-লব্ধ হয়েছিল: অবশ্য দৈত্যসহায়কারীদের বঞ্চিত ক'রে। যে বিরাট প্রয়াস বাস্তবে পরিণত হওয়ার সম্ভব হয়েছিল, তা শুধু একবার হয়েই ক্ষান্ত হয়নি। এই বিপর্যয় আনলেন মহাদেব দ্বিতীয়বার। তার ফলে সমুদ্র নিঃশেষে তুলে ধরল অবশেষ গরলের রাশি। মহাদেবের ইহাই প্রাপ্য হল। তিনি সেই গরল কণ্ঠে ধারণ ক'রে নীলকণ্ঠ হলেন। এই অকল্পিত প্রয়াসে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা সত্যি ধন্যবাদার্হ।

আধুনিক যুগে এরূপ একটি মহান এবং অদ্ভুত কর্তব্য কার্যকরী করা দূরের কথা, ভাবাও কঠিন। রূপক, কি কল্পনা, কি সত্য, যাঁরা করেছেন তাঁরাই জানেন। অধুনাতম বিজ্ঞানী এর তাৎপর্য উপলব্ধি করবেন ব'লে বিশ্বাস করা যেতে পারে।

দশহরা, নাট্যকার

॥ লেখকের কথা ॥

প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব বাংলা ভাষার অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্ক বাগ্‌চী, এম, এ, প্রখ্যাত সাহিত্যিক 'সমুদ্র-মন্থন' নাটকের প্রথম এবং প্রধান উপদেষ্টা। পাণ্ডুলিপি প'ড়ে তিনি মন্তব্য করলেন :—"Plot handling ভাল হয়েছে। ইন্দ্র, রাহু, নারায়ণ ও মহাদেবের চরিত্রের আরো development দরকার। Comic element এইটুকুই ভাল। দৃশ্য পরিকল্পনা মোটামুটি ভাল হয়েছে।"—প্রশ্ন করলাম চরিত্রগুলির বিকাশ সাধনে অতিরিক্ত দৃশ্যের অবতারণার প্রয়োজন আছে কি? বই এর কলেবর বৃদ্ধির ইচ্ছা আমার নেই। চরিত্রগুলির পরিবেশ-চিত্রণে উহার পরিস্ফুটন হবে না, ইহা কি আপনার বিশ্বাস? তিনি বললেন, 'না, হ'লে বোধ হয় ভাল হ'তো। দৃশ্য বাড়িও না। বই এর অঙ্গহানি বা বৈশিষ্টা নষ্ট করা যাবে না।'

প্রথম অভিনয়ের পর 'মহাদেবের' একটি দৃশ্য নতুন ক'রে লিখি। শিল্পী শ্রীকালি চক্রবর্ত্তীর নবতম দৃশ্য ব্যবস্থাপনায় অভিনয়ে সৌকর্য অনেকটা উন্নতস্তরের খ্যাতি অর্জন করে। দর্শকগণ পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে বাড়ী ফেরেন।

খুল্লতাত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় রাধিকা চক্রবর্ত্তী, এম, এ, ও সোদর অনুজ ভ্রাতা স্বর্গত জগদীশ চক্রবর্ত্তী নাটক দেখে অপ্রত্যাশিত আনন্দে বলেন– "অল্প পরিসরে এত সহজে এরূপ অভাবনীয় ঘটনার রূপদানে ও সম্পাদনে, তোমার চেষ্টা সার্থকতা লাভ করেছে, অণুমাত্র সন্দেহ নেই। বিশেষ করে পৌরাণিক নাটকে ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত বা নির্দ্দেশ দান চিরাচরিত প্রথাস্বরূপ পরিগণিত হয়েছে, যা নাট্য-সম্রাট ৺গিরিশ ঘোষ থেকে ৺অপরেশ মুখার্জি পর্যন্ত কেউ বাদ পড়েন না। তোমার দৃষ্টি সেদিক থেকে মুক্ত এবং ইহাই নাটক বা উপন্যাসের প্রাণ-স্বরূপ লেখার সৌষ্ঠব ও রীতি।"

এই মহাপ্রাণ স্বর্গীয় ভ্রাতৃ যুগলের শিরোভূষণ মহাবাক্য আমার লেখার উদ্দীপনা যুগিয়েছে প্রচুর। তদুপরি নটচূড়ামণি স্বর্গীয় শিশির কুমার ভাদুরীর মহান নির্দেশ—'তোমার লেখায় একটিও বাজে কথা কিংবা বেশী কথা না থাকে'—ইহা আমাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে উদ্বুদ্ধ করে আসছে এ যাবৎ। এ থেকে আমার নিজের কথা এইটুকু যে নাটক লিখতে যেয়ে প্রকৃত নাটকের সংজ্ঞাকে অক্ষুণ্ণ রেখে সর্বপ্রকার যত্ন নিয়ে আমার নাটকগুলি লিখেছি ও লিখছি।

অখ্যাত লেখক, জানি না কতদূর কৃতকার্য হয়েছি। পাঠকের রুচি এবং আনন্দের খোরাক দিলে সার্থক হবে এ লেখা।

পরিশেষে যিনি আমার লেখার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে সর্বদা উৎসাহ-দান এবং অনুপ্রাণিত করেছেন এবং ক'রছেন সেই মহানুভব পণ্ডিত প্রবর শ্রীযামিনী নাথ শাস্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

'দশহরা'. আষাঢ়, ১৩৭১।
নিলকণ্ঠপুর সাহিত্য সরণি।
পোঃ—মাটিয়ারী, নদীয়া।

বিনীত—
শ্রীবিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী

॥ চরিত্র পরিচয় ॥

নারায়ণ। মহাদেব। কশ্যপ। নারদ। মিত্র। দুর্বাসা।

ইন্দ্র	...	স্বর্গাধিপ
বরুণ	...	সমুদ্রাধিপ
জয়ন্ত	...	ইন্দ্রপুত্র
রাহু	...	দৈত্য সম্রাট
বাহু	...	ঐ অধিনায়ক

দেবগণ। দৈত্যগণ।

লক্ষ্মী। মোহিনী (ছদ্মবেশী নারায়ণ)

ইন্দ্রানী	...	ইন্দ্রের পত্নী
সোমলিকা	...	দেবতাদের সোমরস পরিবেশিকা

উর্বশী। অপ্সরাগণ।

মদলিকা	...	দৈত্যের মহুয়া পরিবেশিকা

দৈত্যনারী ও নর্ত্তকিগণ।

সমুদ্র-মন্থন

দৃশ্য :—এক

স্বর্গ :

[গজারূঢ় ইন্দ্র অভিসারে গমনোদ্যত—সম্মুখে মহামুনি দুর্ব্বাসা প্রবেশ করিলেন।]

দুর্ব্বাসা। কী সুন্দর এই ফুল। কী সুন্দর এর গন্ধ।—কোন্ কলাকুশলীর নিপুণ হস্তে গড়া এই অপূর্ব্ব মালা।

ইন্দ্র। স্বাগত ঋষিবর। [নীচে নামিলেন ও মস্তক নত করতঃ প্রণতি জ্ঞাপন কবিলেন।]

দুর্ব্বাসা। জয় হোক্। আমাব প্রীতি ও স্নেহ তোমার প্রতি অক্ষয় হোক্। সমগ্র দেবতামণ্ডলীর শীর্ষস্থানে বসে তুমি ত্রিলোকের আলোক ও ছায়া দান কর। তোমার তৃপ্তি এবং জয় ঘোষণার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ এই দিব্য মালা আমি তোমায় প্রদান করছি—

(ইন্দ্রের কণ্ঠে মাল্য দান)

ইন্দ্র। (ঐ মালা সসম্মানে গ্রহণ করিলেন এবং গজপৃষ্ঠে অর্দ্ধারোহণ করতঃ উহা তিনি গজদন্তে অর্পণ করিলেন।) জগৎবরেণ্য মুনিশ্রেষ্ঠ! অধীনের প্রতি আদেশ করুন—

[ইতিমধ্যে গজরাজ সানন্দে ঐ মালা শুঁড়ে জড়াইয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল এবং কঠিন পদচাপে উহা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল।]

দুর্ব্বাসা। আদেশ করব ত্রিদিবেশ্বর।—কিন্তু একি আচরণ তোমার? যে পারিজাত নন্দনকাননের অপূর্ব্ব শোভা, যার তুল্য মহাপুষ্প আর জগতে আবিষ্কার হয় নি—যার বিমোহন অতুলনীয় গন্ধে ভগবান তার আসন থেকে নেমে আসেন—আর যে মালা আমি স্বেচ্ছায় পরম স্নেহের একটা মহার্ঘ্য উপহার নিয়ে তোমার সম্মুখে উপস্থিত—তুমি হেলায় আমার সে দান উপেক্ষা করছ। আশ্চর্য্য তোমার সাহস! আমার প্রদত্ত উপহার তুমি হস্তিদন্তে নিক্ষেপ করে আমায় অপমান করছ—আর অপমান করছ এই ত্রিদিব-গৌরব মহাপুষ্পের। ধিক্ তোমায়। তোমার এই দর্প অভিমানের তলে নিষ্প্রভ হোক্ তোমায় সমস্ত প্রতিভা, মহত্ত্ব—বনচারী সন্ন্যাসী ঋষির ক্রুদ্ধ অভিশাপ নিতে প্রস্তুত হও—

ইন্দ্র। [করযোড়ে সম্মুখে দাঁড়াইলেন—এবং নত মস্তকে কহিলেন] ঋষিবর! সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে কঠোর অভিসাপ দেবেন না—

দুর্ব্বাসা। সামান্ত কারণ! ঐশ্বর্য্য মদে তুমি আত্মহারা—দুর্লভ প্রভুত্বের মোহে তুমি আত্ম বিস্মৃত! আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটা মহাসত্যের অবমাননা করেও তুমি অনুতপ্ত নও—পরম তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলছো। শতধিক তোমায়। মন্দভাগ্য তুমি, দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ কর।—আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি—আজ হতে তুমি লক্ষ্মীহত হও। তোমার এই চিরবসন্ত বিরাজিত

মহাশান্তির লীলাভূমি সম্পদহীন, দীপ্তিহীন ঘোর অন্ধকারে পরিণত হোক্। (প্রস্থান)

ইন্দ্র। [এই অসম্ভাবিত অভিশাপের একটা গভীর আতঙ্কে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন—অস্থির চিত্তে পদচরণা করিয়া কেবলই নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।] সহসা একটা অপ্রত্যাশিত বিপদমেঘ আমার মাথার উপর ভেসে উঠলো! এ আমি কি করলাম—কি করলাম—কি করলাম—।

(মহামুনি কশ্যপের প্রবেশ)

কশ্যপ। যা করেছো, তা আর ফিরবেনা। এইবার তার প্রায়শ্চিত্ত কর। মহর্ষি দুর্ব্বাসার এই যুগান্তকারী অভিশাপ মাথায় তুলে নিতে প্রস্তুত হও—

ইন্দ্র। অভিশাপ!—কঠোর অভিশাপ! ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক—তার কঠোরতায় চূর্ণ হয়ে যাবে। আমার জীবনান্ত হলেও আমি সইতে পারবো পিতা।

কশ্যপ। সইতে হবে —উপায় নেই।

ইন্দ্র। হ্যা, আমি সইব। যেরূপেই হোক মহর্ষির অনর্য্যাদা করেছি, তার প্রীতির জন্য সমস্ত কঠোরতা আমি বরণ করব। সর্ব্বপ্রকারে দণ্ড আমি নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়ে ত্রিলোকের দুঃখরাজি আমি একা মাথায় বয়ে বেড়াব—কিন্তু তাতে লাভ ?

কশ্যপ। ঋষির অপমানের ফল এবং তার অভিশাপের নির্ম্মমতা হাড়ে হাড়ে বুঝবে। আর নিত্য নূতন নূতন

অভিশাপবাণী জগৎবাসী প্রাণিগণ ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের মত তোমার মাথায় বর্ষণ করবে—তোমার অস্তিত্ব উড়ে যাবে তাদের দীর্ঘনিঃশ্বাসের বাতাসে—

ইন্দ্র। (ভীতস্বরে) কিন্তু—ওকি ? কিসের আর্ত্তকোলাহল ! চারিদিকে প্রলয়ের অন্ধকার নেমে আসা ওকি বীভৎস মূর্ত্তি ! পিতা, পিতা ! আমার সহস্রলোচনের দৃষ্টি বুঝি এক সঙ্গে নিভে গেল—পাতালের কোন ভীষণ অগ্নিগর্ভে আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে- -অভিশাপ !—অভিশাপ !

কশ্যপ। ঐ রহস্যাবৃত অন্ধকাররাজি তোমার অভিসারের পথে তোমায় ডাকছে। লোকমাতা চলেছে তোমার অভিশাপের ডালি অঙ্গের আভরণ করে,—সে চলেছে তোমাদের পরিত্যাগ করে--

ইন্দ্র। সে কি পিতা ? আমার অপরাধের যোগ্য দণ্ড আমিই নেব। তার জন্য লোকমাতা আমাদের পরিত্যাগ করবেন কেন পিতা ?—অভিশাপের অর্থ কি একের অপরাধে অন্যের দাণ্ড বিধান—এবং সেইজন্যই স্বর্গের সম্পদ অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বর্গ ছেড়ে তাকে নিঃস্ব, হীনপ্রভ করে চলে যাবে—

কশ্যপ। হ্যাঁ, চলে যাবে। তুমি লক্ষ্মীশূন্য হবে এই অভিশাপের মর্ম্ম। তুমি স্বর্গের অধীশ্বর সমস্ত দেবতার সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, আলো ধরে রাখতে তোমার অসামর্থ্যই তোমার প্রায়শ্চিত্ত। দেশের প্রতীক—প্রজার প্রতিভূ যে রাজা—তার দুর্ব্যবহারের ফলে লোকমাতা নিরাশ্রয়া

শোকসন্তপ্তা। যার অভাবে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দুঃখভারে পীড়িতা—তমসার গাঢ় অন্ধকারে বিলীয়মানা। জাগো পুত্র। অবহিত হও—

ইন্দ্র। তবে কি আমার ভুলে জগৎটা নিরয়ে যাবে? সৃষ্টি ধ্বংস হবে। মিথ্যা—মিথ্যা সব। ফেরাও লোক-মাতায়—কে কোথায় আছ দেবতাবৃন্দ! যেরূপে হোক ফেরাতে হবে। জয়ন্ত—জয়ন্ত!—

(জয়ন্তের প্রবেশ)

জয়ন্ত। পিতা! পিতা! অদ্ভুত দৃশ্য! লোকমাতা চলে যায়, কোন দিকে দৃষ্টি নেই, ভ্রূক্ষেপ নেই, কোন বাধা মানে না অবিরাম চলেছে। নির্ব্বিকার মহালক্ষ্মী, স্বর্গের আলো সম্পদদায়িনী জননী চলে যায়—আদেশ কর পিতা!

ইন্দ্র। ফেরাও জয়ন্ত—মাকে ফেরাও—যেরূপে হোক কাকুতি, মিনতি, অনুরোধ, যে করে হোক ফেরাও—। মান রক্ষা কর --স্বর্গের আলো স্বর্গে রাখো—

জয়ন্ত। চললুম। তুমিও এসো পিতা। সহায় হও—সমস্ত স্বার্থ বলি দিয়ে—স্বর্গের শোভা, স্বর্গের আলো, স্বর্গের সম্পদ সে, তাকে স্বর্গে রাখতে চলে এসো—

(প্রস্থান)

কশ্যপ। তাই যাও ইন্দ্র। সমস্ত স্বার্থ বলি দিয়ে, ইন্দ্রত্বের প্রলোভন এঁড়িয়ে মাকে মায়ের স্থানে রাখো। মাতৃহীন ত্রিদিব—ত্রিলোক, স্নেহ বঞ্চিত ধ্বংসভূমি। তার রক্ষা, লোকের কল্যাণ। স্মরণ কর নারায়ণ। হিংসাদ্বেষ

দ্বন্দ চূর্ণ করে মহান হয়ে চিরশান্তি লাভ কর তুমি—
লাভ করুক সর্ব্বলোক। (প্রস্থান)

(দেবগণের প্রবেশ)

দেবগণ। রাজা—রাজা! অস্পষ্ট, অন্ধকার, দেবলোক।
ছায়াময় সর্ব্বস্থল। কেন—কেন রাজা ?

ইন্দ্র। অভাবে লোকমাতার। অপরাধী ইন্দ্র। বিচার থাক।
আগে ফেরাও—ফেরাও লোকমাতায়—

দেবগণ। কোথায় লোকমাতা—কোথায় লোকমাতা—

(নেপথ্যে করুণ সঙ্গীত শ্রুত হইল)

ইন্দ্র। ঐ—ঐ সেই করুণ স্বর! বিদায়ের বিষাদ সঙ্গীত।
উদ্ধার কর দেবগণ। ফেরাও বিষ্ণুপ্রিয়া জননীরে—
ফেরাও—ফেরাও— (ইন্দ্র ও দেবগণের প্রস্থান)

(সঙ্গীতরতা লক্ষ্মী ধীরে ধীরে সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছেন)

(গান)

চলি ধীরে স্বপনের মত
আলোর ওপারে আঁধারে—অজানার দেশে।
মরণ নাচে তরাস আঁচে
বাতাসে কাঁপন আসে আমার পরশে॥
চলেছি মিলন ফাকে
অগাধ সাগর জলে নীরবে নিছনি কে ডাকে ?
"বিদায় বিদায় নতি গো হা-হা-হা-হা প্রলয়ে জাগো"
শিহরি,—যেতে হবে ওগো সেই অতলের দেশে,
আপনহারা অবশেষে—অসীমের শেষে॥

(নারায়ণের প্রবেশ)

নারায়ণ। আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। কিন্তু তুমি কোথায় চলেছো লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী। তোমার সেই স্বপ্নরাজ্যের রাজধানীতে, যেখানে তুমি আদেশ করেছো প্রাণেশ্বর! সেখানে আমি তোমার স্মৃতি নিয়ে বাঁচব।

নারায়ণ। স্বপ্ন।—সে তো স্বপ্ন।

লক্ষ্মী। সে সত্য—চির সত্য। নারায়ণের স্বপ্ন মিথ্যা হয় না।

নারায়ণ। কিন্তু—তুমি ফের লক্ষ্মী—

লক্ষ্মী। উপায় নেই। পার ফেরাও। তোমার ইচ্ছায়, চলেছি সমুদ্রের অন্তরে—লোকচক্ষুর বহির্দ্দেশে। ফেরাও নারায়ণ।

নারায়ণ। ওঃ॥ সমুদ্র।—না—না, তার কি দোষ? ওঃ! স্বপ্ন—স্বপ্ন! কি দুঃসাহসিক স্বপ্ন!—ক্রোধী দুর্ব্বাসা। না, জ্ঞানী ঋষি! ত্রিদিবের অধিপতি—গর্ব্ব দৃপ্ত প্রগলভ বাসব! দেবতার শীর্ষে আসন পেতে মতিচ্ছন্ন হয়েছ তুমি—সংযম হারিয়েছ। তোমায় বধ করে আজ আমি নবস্বর্গের সৃষ্টি করব। এসো সুদর্শন! এ্যা!—লক্ষ্মী—লক্ষ্মী চলে গেল—(লক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধান)

(ইন্দ্রানীর প্রবেশ)

ইন্দ্রানী। নারায়ণ! তোমার অঙ্কলক্ষ্মী কোথায়? হায়! লোকমাতা! কোথায়—কোথায় তুমি? বল—বল নারায়ণ?

নারায়ণ। লোক-দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেছে—

ইন্দ্রানী। তবে কি আমার স্বপ্ন সত্য ?

নারায়ণ। হ্যা, তোমার স্বপ্ন সত্য। আমার স্বপ্ন সফল হ'ল—তোমার স্বপ্নও সফল হোক। ভাবছ কি ইন্দ্রানী ? দেবতার দেবত্ব হীন হয়েছে তাই দৈত্য দূরে মাথা খাড়া করে উঠছে—

ইন্দ্রানী। স্বপ্নের ভাষাও ঐ কথা বললে নারায়ণ। এই দেবতার সিংহাসন ত্রিলোকের মঙ্গল আসন। সেখানে তবে দেবতা অধিষ্ঠিত কেন ? সরিয়ে দাও দেবতাকে, সেখানে স্থাপন কর এনে দৈত্যকে। অনন্ত সম্পদদাত্রী লোকমাতার অভাব পূর্ণ করুক এসে দৈত্যের আসুর বল—তৃপ্ত করুক তাদের অদম্য কামের পূজা। আমাদের ধ্বংস কর তোমার ঐ সুদর্শন দিয়ে—

নারায়ণ। না-না ইন্দ্রাণী। তুমি জান না। এই দৈত্য জাতিটা অতি নির্ভীক সরল—উদার। আজ স্বর্গের অধীশ্বর হয়ে ইন্দ্র দুর্ব্বাসাকে যে অপমান করেছে—সরল দৈত্যজাতির ইতিহাসে কদাচ দৃষ্ট হয় না। যে পারিজাত মালা দুর্ব্বাসা স্বেচ্ছায় সানন্দে ইন্দ্রকে উপহার দিল ইন্দ্র অবজ্ঞার হাসিতে সে সম্মান দলিত করে মহর্ষিকে অপমান করলে। তার ফলে ইন্দ্রকে যে দুর্ব্বিষহ অভিশাপ মাথা পেতে নিতে হল যার জন্য আমার অঙ্কলক্ষ্মী আজ দৃষ্টির অতীত অগোচর।

সর্ব্বলোক আজ যার অভাবে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে বেড়াবে। একি সহজ দুঃখ ইন্দ্রানী?

ইন্দ্রানী। হে নারায়ণ! প্রভু দেবরাজ শুধু আমার স্বামী নয় —সমস্ত দেবলোকের স্বামী। নরলোক তার পূজা করে, তিনি স্পর্দ্ধিত পদে পদে অপরাধী কিন্তু দেবতার মাথার মণি। হে ত্রিলোকস্বামী নারায়ণ! পরম তিতিক্ষাশীল মহাজ্ঞানী ঋষি যার ত্যাগ ও সহিষ্ণুতায় সে জগৎপূজ্য মহাত্মা পুরুষরূপে পরিচিত যে ক্ষমা মহাপুরুষদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সেই ত্যাগী শ্রেষ্ঠ ঋষি কি আজ তা ভুলে গেলেন।

নারায়ণ। হ্যা, শোন ইন্দ্রানী। দেবচরিত্রে কলঙ্কের কালী দেগে নেওয়া কতবড় অন্যায়, কতখানি অযৌক্তিক তা তুমি বুঝবে না। ইন্দ্র দেবতার মাথার মণি—স্বর্গের অধীশ্বর হয়ে আত্মঅহঙ্কারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য—তাই আজ সে তার পক্ষে পরম হিতৈষী ঋষিকে অপমান করতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করে নি, দ্বিধা করে নি। তাই ঋষি অভিশাপের ফলে আমার বৈকুণ্ঠ দেবতার এই স্বর্গ তো ভাল, ত্রিলোক আজ ব্যথায় কাতর—দুঃখে বেদনাবিহ্বল অশ্রুনীরে হা-হা-হা রবে আকাশ বাতাস দীর্ণ করছে—

ইন্দ্রানী। উপায় কর নারায়ণ! এ কাতরতা দূর কর। তুমি সর্ব্বতাপহারী দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। হোক সে দেবতার সর্ব্বস্ব—অপরাধীর দণ্ড দাও, লোকমাতার উদ্ধার কর।

নারায়ণ। হ্যা, উদ্ধার করব—ইন্দ্রকেও দণ্ড দেব। তুমি যাও ইন্দ্রাণী, যাও--

ইন্দ্রানী। (বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া) দণ্ড! —

নারায়ণ। অর্থাৎ শিক্ষা।

ইন্দ্রানী। (আভূমি প্রণতঃ হইয়া) দণ্ড—অর্থ—শিক্ষা।

(প্রস্থান)

নারায়ণ। স্বামীর শাস্তি শুনে শঙ্কিতা হয়েছে ইন্দ্রানী। হাঃ হাঃ হাঃ। (তার স্বভাবসিদ্ধ হাসিতে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় শয়ন করিলেন।)

(উচ্চৈস্বরে ডাকিতে ডাকিতে জয়ন্তের প্রবেশ)

জয়ন্ত। লোকমাতা! লোকমাতা! —অভয় দাও—

নারায়ণ। কে অভয় দেবে?

জয়ন্ত। এই যে নারায়ণ। হে মঙ্গলময়, অভয় দেবে কে?—অভয় দেবে তোমার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে অভয়া জননী বিষ্ণুপ্রিয়া লোকমাতা।

নারায়ণ। সে নেই।

জয়ন্ত। কোথায় গেছে—কোন পথে গেছে? এত শীঘ্র মা আমাদের স্বর্গ ছেড়ে চলে গেলেন। কোন্ অনাগত বিপদের আহ্বানে জননী আমাদের পরিত্যাগ করে গেলেন? —সে কি স্বেচ্ছায়?

নারায়ণ। স্বেচ্ছায় নয় ইন্দ্রকুমার; তোমার পিতার নির্ম্মিত পথে, আর মহামুনি দুর্ব্বাসার ইচ্ছায়—

জয়ন্ত। সে ইচ্ছা আমি ব্যর্থ করব। পিতার নির্ম্মিত পথ

আমি ভেঙ্গে দেব। বল-বল নারায়ণ, সে কোন পথে গেছে ? আমি উদ্ধার করব—তাকে ফিরিয়ে আনব—

নারায়ণ। সে ইচ্ছা ব্যর্থ করতে পারবে না তুমি। তোমার পিতার নির্ম্মিত পথ ভেঙ্গে দিতে পার—তোমার কর্ত্তব্য দিয়ে। কিন্তু সে যে পথে গেছে, সে পথের নাগাল পাওয়া তোমার অসাধ্য।

জয়ন্ত। বল বল নারায়ণ। একবার চেষ্টা করে দেখব—

নারায়ণ। বিশ্বদৃষ্টির অদৃষ্ট পথে লক্ষ্মী নেবে গেছে সমুদ্রের অন্তরে—কেউ তার সন্ধান দিতে পারবে না জয়ন্ত—

জয়ন্ত। সমুদ্র তোলপাড় করব—বৈকুণ্ঠেশ্বরের নাম নিয়ে বিশ্বের সকল পথ কাঁপিয়ে দেবো—জগৎজননী লোকমাতাকে ফিরিয়ে আনব। জয় লক্ষ্মীনাথ নারায়ণের জয়—(প্রস্থানোদ্যত)

নারায়ণ। দাঁড়াও জয়ন্ত—আমার সঙ্গে এসো—(উভয়ের প্রস্থান। সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে একটা উজ্জ্বল আলোর বিকাশ হইলে দেখা গেল—নারায়ণ পদ্মাসনে উপবিষ্ট, পদতলে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ স্তবে নিযুক্ত।)

(স্তব)

জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় বৈকুণ্ঠ নামধৃক্।
জয় দেবো কৃপাসিন্ধো জয়লক্ষ্মীপতেপ্রভো।
জয় নীলাম্বুজ, শ্যাম নীলজীমূত সন্নিভ।
জয় পদ্মা ধরিত্রীভ্যাম নিষেবিত পদাম্বুজ।
জনার্দ্দন জগবন্ধো শরণাগত পালক
তদ্দাস দাস দাসানাং দাসত্বং দেহি মে প্রভো।

নারায়ণ। (স্বভাব সুললিত ভঙ্গিমায় উচ্চবেদীকায় দাঁড়াইলেন ও ওজস্বিনী ভাষায় বলিতে লাগিলেন।)
স্মরণ কর তোমার দুষ্কার্য্য, ইন্দ্র। ত্রিদিবের অধীশ্বর তুমি। একটা বিপুল শক্তিপরিচালনার আধিপত্যে তুমি নিযুক্ত। শান্তির সেবক হওয়া উচিত তোমার। কিন্তু তুমিই বাঁধাও সংঘর্ষ। দানবীয় হয় তোমার চরিত্র। ধিক্।

ইন্দ্র। প্রভু, ক্ষণেকের দুর্বলতায় আমি গুরুতর অপরাধী।

নারায়ণ। তোমার এই দুর্ব্বলতার সুযোগে মহা অনর্থের অঙ্কুর চারা দিয়ে উঠেছে। দিব্য চক্ষে চেয়ে দেখ— আমি শূন্য, তুমি শূন্য, সব শূন্য। লক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধানে— ঐশ্বর্য্য সম্পদে ভিখারী আমি, তুমি সব। ঐ দিগন্তে চেয়ে দেখ—সর্ব্বলোকে ওঠে হাহাকার। কর লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা তাদের ঘরে ঘরে। গৃহলক্ষ্মী তাদের দূরে দীর্ঘশ্বাসের তপ্ত বাতাসে গৃহ তাদের খাঁ খাঁ করছে—

ইন্দ্র। মার্জ্জনা কর নারায়ণ। হে নির্ব্বিকার ক্ষমাশীল পরমেশ্বর। কিঙ্কর ইন্দ্র তোমার চরণ-তলে। এই ভয়াবহ পরিণাম থেকে রক্ষা কর। জীবকুল বাঁচাও। উপায় কর নারায়ণ। লোক মাতার উদ্ধার ভিন্ন আমার বা এই তিনলোকের ধ্বংস অনিবার্য্য। হে ত্রাণকর্ত্তা, মঙ্গলময়, সত্যাশ্রয়ী নারায়ণ। তোমার সত্যপথের আলো ধরে সর্ব্বলোক পালন কর—ধারণ কর—

নারায়ণ। যে বিরাট কর্ত্তব্য সম্মুখে ধরব, পারবে ইন্দ্র তা সম্পন্ন করতে ?

ইন্দ্র। হে বিরাট অব্যক্ত পুরুষ। তোমার ইচ্ছায় অসাধ্য সাধনে পশ্চাৎপদ নয় ইন্দ্র।

নারায়ণ। তবে যাও—মহাসমুদ্র মন্থন কর—

ইন্দ্র। সমুদ্র মন্থন। তাতে হবে লোকমাতা উদ্ধার?

নারায়ণ। হবে—হবে।

ইন্দ্র। মন্থনের উপায় আর তার উপাদান?

নারায়ণ। মন্দর মথ, বাস্থকী রজ্জু। কুর্ম্মপৃষ্ঠে রাখ মথ; পুচ্ছ ধর দেবতা, মুখে রাখ অস্থর—কব সমুদ্র মন্থন।

ইন্দ্র। অস্থর!

নারায়ণ। হ্যা, অস্থর। দেবাস্থরের সমবেত চেষ্টায় সমুদ্র মন্থন কর। উদ্ধার হবে সলিলবাসিনী লোকমাতা। সঙ্গে তার উদ্ভব হবে রসশ্রেষ্ঠ, জীবনশ্রেষ্ঠ পরম পদার্থ।

ইন্দ্র। কিন্তু অস্থর হবে সহায়! চির বৈরী তারা—

নারায়ণ। কিন্তু দেবতা হ'তেও অধিক বলী তারা। বীর্য্যবত্তায়, সততায় দেবতার অনেক উচ্চে তাদের স্থান; শুধু লালসার ইন্ধন যোগাতে তারা ডুবেছে—নতুবা ত্রিলোক চূড়ায় এই দৈত্য সিংহের বিজয় ধ্বজা পত্‌পত্‌ রবে উড়তো।

ইন্দ্র। কিন্তু অত্যাচারী দৃপ্ত এই দৈত্যজাতি, চির শত্রু আমাদের। আমাদের বশ্যতা ওরা কিছুতেই স্বীকার করবে না প্রভু।

নারায়ণ। বশ্যতা। কেন? তাদের সহায়তা যাচনা কর। লজ্জা কিসের? হাঃ হাঃ হাঃ। স্বকার্য্য সাধনের জন্য

আপনাকে একটু ছোট স্বীকার করতে হয়। সমগ্র দৈত্যজাতিকে আমন্ত্রণ কর। দৈত্যপতি রাহুর নিকট দূত পাঠাও সাহায্য ভিক্ষা করে—

(দেবগণের মুখমণ্ডল কালিমায় পূর্ণ হয়ে গেল)

ইন্দ্র। দৈত্য সহায় না হলে কি দেবতারা একার্য্য সাধন করতে পারবে না নারায়ণ?

নারায়ণ। না। শোন ইন্দ্র। নাগশ্রেষ্ঠ বাসকীর মুখ হতে অবিরত মন্থনের ফলে যে বিষ উদ্গীরণ হবে—তার জ্বালা সহ্য করবার শক্তি রাখে একমাত্র দৈত্য। সে জন্য তাদের স্থান দিয়েছি মুখে—তোমাদের পুচ্ছে। যাও রাহুকে আমন্ত্রণ পত্র দিয়ে সমগ্র দেবতামণ্ডলী সহ মন্থনে অগ্রসর হও—

ইন্দ্র। যথাজ্ঞা নারায়ণ। সমুদ্র মন্থন—সমুদ্র মন্থন—

(নারায়ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

নারায়ণ। সমুদ্র মন্থন। বৃহত্তম আয়োজন—জগৎ দেখে চমৎকৃত হবে। মন্দর মথ, বাসুকী রজ্জু, কুর্ম্ম আসন, জলধি দুগ্ধ। বরুণ! প্রস্তুত হও। স্থির সমুদ্র। এইবার তোমার রত্নভাণ্ডার উন্মুক্ত করতে তোমার অসীম জলরাশি মথিত করে তোমায় কাঁপিয়ে দেবে—তোমার গভীর গর্জ্জন—মত্ত ফেন সঞ্চালন স্তম্ভিত হয়ে দিক মুখর হয়ে উঠবে। আর চতুর্ম্মুখ, এই অকল্পিত মহামন্থনে তোমার সৃজনী শক্তির মহামন্ত্রে সহায় হও,

অচল মন্দর সচল কর—বাসুকীর দেহে বল সঞ্চার কর, দেবীর উদ্ধারে সমস্ত শক্তি সংহত কর।

(নারদের প্রবেশ)

(হাসিয়া) নারদ যে! এই বিপর্য্যয় মুহূর্ত্তে তুমি হঠাৎ কোথা হতে—

নারদ। তোমায় একটা গান শোনাব বলে। বীণার তারে একটি গান বেঁধেছি। শোন।

নারায়ণ। গাও।

নারদ। (গান)

নব ঘনশ্যাম মূরতিমোহন সচ্চিদানন্দ নারায়ণ।
উজ্জ্বল জ্যোতিঃসার ধ্যান মম এসো এসো কমলনয়ন॥
সোহং বরাভয় গম্ভীর নাদতলে,
পূজারীর কী গন্ধ ধূপ দীপ জ্বলে,
ওম্ ওম্ বীণা বাজে তোমারই নাম
ছন্দিত ছন্দে ঋক্-যজুঃ-সাম॥

নারায়ণ। চমৎকার গান। চল্লুম নারদ। (প্রস্থান)

(পাঁজিপুথি বগলে করে মিত্রের প্রবেশ)

মিত্র। গানে মধু ঢেলে দেড়শো বছরের বুড়ো ঠাকুর আহ্লাদে আটখানা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। কোন্ সুন্দরী ললনার মোহন কটাক্ষে প্রেমদরিয়ায় সাঁতার কাটতে তোমার এই মনমাতানো সুরের আয়োজন—আমার জানতে বড় আগ্রহ হচ্ছে। আরও আগ্রহ হচ্ছে

সেকেলে আদি ঋষি নারদ ঠাকুরের প্রেমের ফাঁদে যে নারী বাঁধা পড়েছে—তার ভাগ্যের কথা ভেবে।

নারদ। নমস্কার, মিত্র দেবতা। আমার প্রেম! সে বড় যে সে প্রেম নয়। আর যে নারীর জন্য আমার এই ব্যাকুল মধুভরা গান যে প্রেম-জগতে বিশ্বের অপরাজিতা আজ সে বিরহ-ব্যথা বুকে নিয়ে অজানার দেশে ছুটে চলেছে—ইচ্ছা হল এই বুড়োর নিঃস্বার্থ প্রেম ডুরীতে বেঁধে ফিরিয়ে এনে আমার জীবন ধন্য করি।

মিত্র। তোমার ঐ লোল চর্ম্ম, পলিত কেশ, ম্লান-বদন মণ্ডলে প্রেমের বান ডেকে ওঠে, দেখে আমি আশ্চর্য্য হই। হে বিশ্ব ঝগরাটে কামজয়ী ঋষি, তোমার কামের পূজায় আহুতি দিতে সে অলোকসামান্যা বিশ্ববিনিন্দিতা নারী প্রেমসম্ভাষণ নিয়ে ছুটে আসছে কি?

নারদ। না। এলো না ত? আমার সাধনা আজ পরাজিত। আমার মুগ্ধ প্রেমের আগুন জ্বলে জ্বলে আপনি নিভে গেল—

মিত্র। তা যাবে। আহম্মক্ ঠাকুর! উদাস প্রাণের কুৎসিত জীর্ণ চাহনিতে রূপমদিরায় বিভোরা যুবতী আসে না। মূর্খ তুমি—তাই অযোগ্য প্রেম ঢেলেছো অপাত্রে। তোমার প্রেমের পাত্র তোমারই মত একটি বুড়ী হওয়া উচিত।

নারদ। সত্যই তাই। আমার চক্ষু এক মহা অমানিশার

আঁধারে ভরে আসছে—পলক ঝিমিয়ে আসছে—আমি যেন আমাকে হারাতে বসেছি।

মিত্র। হাঃ হাঃ হাঃ! দুরারোগ্য রোগ। লোকালয়ে যাও—নির্জনে বসে চোখের জল না ফেলে আপনাকে আনন্দে মাতিয়ে তোল। হাসিয়ে রাখো জিভটাকে, সব হাসি আপনাপনি জেগে উঠবে। যে চিরসুখী দেবতারা ঘরে বসে পূজার নৈবেদ্য ভোগ করে, তাদের দুঃখ দেখলে হাসি পায়। তারপর মহাভক্ত তুমি দেবর্ষি নারদ!

নারদ। ঐ শোন—স্বর্গের দুন্দুভির পরিবর্ত্তে দেবতাদের করুণ কোলাহল।

মিত্র। তা বটে! দেবলোকে আজ দিব্যালোকের পরিবর্ত্তে একটা মলিন আঁধারের ছায়া দেখা যায়। কিন্তু সব পরিবর্ত্তনই কাল চক্রে স্বাভাবিক। এ সত্য স্বীকার করতে হবে। চল না দিনকতক দ্যুলোক ছেড়ে ভূলোক, দৈত্যলোক ঘুরে আসি। অবসাদ দূর হবে। আর তোমার কলহ সৃষ্টির মহাশক্তির পরীক্ষায় একটা নব ঘটনার আন্দোলনে ত্রিলোকটা কাঁপিয়ে তুলবে!

নারদ। দেবতার এই বিপর্য্যয়ে তোমার দুঃখ হচ্ছে না—মিত্র!

মিত্র। মোটেই না। আপন আপন কর্ম্মের ফল প্রাণী মাত্রেই ভোগ করবে। তার জন্য দুঃখ কি? চির আনন্দময় দেবতাদের চিত্তে দুঃখ স্পর্শ করবে—এ

অন্যায় ধারণা আমি করতে পারছি না ঋষি। আমি যাব আমার বশংবদ পূজারীর কাছে। শত কামনা নিয়ে, পূজার অর্ঘ্য নৈবেদ্য দিয়ে যারা আমার হৃদয় অধিকার ক'রে একটা মহা সম্বন্ধের সৃষ্টি করে—তাদের কাছে আমার সুখ সম্পদ বিকিয়ে দিয়েছি। তাদের সুখে—তাদের শান্তিতে আমার সুখ-শান্তি।

নারদ। দেবতাদের মধ্যে তোমাকেই নিশ্চিন্ত সুখী দেখছি—

মিত্র। বিষ্ণু ভক্তের পরিচয় তোমার মিথ্যা, নারদ। আমি বেশ বুঝতে পারছি—তুমি আত্ম সুখে সুখী—আত্মপ্রসাদের মহাপ্রসাদ নিয়ে তুমি আপনি তুষ্ট—নিতান্ত স্বার্থপর।

নারদ। তোমার কাছে আমি ভক্ত হতে শিখব। তোমার সরলতার কাছে আমার এ ভক্তি তুচ্ছ। তোমার সঙ্গে আমি যাব—নির্ম্মল আনন্দের ঝরণা পান করব। চল মিত্র—

মিত্র। দেবতার চেয়ে দৈত্যেরা আমায় ভালবাসে কেন শুনবে—আমি তাদের দেয় পূজা নেই—দুই হাত তুলে তাদের আশীর্ব্বাদ করি। তারা মুক্ত সরল প্রাণে আমার দয়া উপভোগ করে। তাদের ভবিষ্যৎ আমি বলে দেই—আমায় প্রচুর পুরস্কার দেয়। চল—পথ দেখা যাক। দেবরাজ ইন্দ্র কেন ডেকে পাঠিয়েছেন সে তত্ত্বটা একবার জেনে যাই—

(উভয়ের প্রস্থান)

দৃশ্য :—দুই

দৈত্যপুরী

(দৈত্য সম্রাট রাহুর প্রমোদাগার। প্রমোদনারীগণ নৃত্য-গানে মত্ত, রাহু এখনও উপস্থিত হয় নাই।)

(গান)

চঞ্চল চরণে নূপুর গুঞ্জনে।
ইসারায় কয় কথা কানে কি মনে॥
সরগ হতে নেমে আসে অপ্সর কিন্নরী
পায়ে পায়ে দোলে গন্ধে মাতা ফুলের কুঁড়ি
জাগা আঁখি নেতিয়ে পড়ে বুকের কোণে—
হাসা ঠোঁঠ লাফিয়ে ওঠে চুমোর সনে।
স্বয়ম্বরের রাণী সে যে আলো করে দৈত্যপুরী।
সাথে সাথে এলো কিগো স্বপনপুরীর মধুকরী?
মাতিয়ে তোলে দৈত্যরাজার বুক সোহাগ বানে
সরগের যত মধু লুটবো মোরা রাণীর সনে॥

(উত্তেজিত রাহু ও তদীয় সহচর বাহুর প্রবেশ)

রাহু। দূর হও। দুর্ব্বৃত্তা পাপিনী নটী এরা, চিরদিন দেবতার স্তুতিগান গেয়ে গেয়ে আমাদের জাতির গর্ব্ব (জাতীয় সঙ্গীত) ম্রিয়মান করে দেয়। দূর হ' তোরা আমার প্রমোদ কুঞ্জ হতে—

(প্রমোদনারীগণের প্রস্থান)

বাহু। ওরা যে আপনার প্রমোদকুঞ্জের প্রধান অঙ্গ রাজা?

রাহু। দূর হোক্ প্রমোদের বিলাস আবেশ। ওদের ধ্বংস

কর। আমার নিবিড় প্রমোদে ওরা জড়িমা এনে দেয়—আমার ব্যক্তিত্ব তন্দ্রা—বিভ্রান্ত করে দেয়। দৈত্যের সিংহকুক্ষী অলস দেবতা প্রীতিতে ভরে দেয়। দূর হোক্ ঐ বিজাতীয় ভাবসম্পন্ন নটীর দল। গড়ে তোল সেই নটী যারা দৈত্যের বুকে সাহসের সঞ্চার করে—

বাহু। দৈত্যের গৌরব ধ্বনি রচনা করে, ওদের সঙ্গীত—লুব্ধ জিহ্বায় নব সুরের বীজ উপ্ত করুন। সেই গানে ওরা জাগিয়ে রাখবে দৈত্যজাতিকে সবার উপরে। আমাদের স্থান হবে ত্রিলোকের শীর্ষে।

রাহু। শোন বাহু। আমাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী এই দেবতা। দৈত্যের প্রতিভাত তেজ ও অপ্রমেয় বীরত্বের কাছে বারবার পরাজয়ের কলঙ্কে মুহ্‌রে গেছে। প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের অমঙ্গল সাধনে অহর্নিশ দুর্ব্বলতার ছিদ্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমার ইচ্ছা হয় বাহু—ঐ প্রতিহিংসাপরায়ণ স্বার্থপর দেবতাদের পরাজয় করে দেবসিংহাসনের অধিকার নেই। তারপর দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়ে বুঝিয়ে দেব দৈত্যের শত্রুতা কত বড়—কত ভীষণ। আর দেখিয়ে দেব দৈত্যের দয়া, করুণা, মহত্ত্ব—দেবতার হিংসার প্রতিদানে কত উজ্জ্বল কত মূল্যবান—জগতের কাছে দৈত্যের দাবী উপেক্ষার না আদরের? আমি চাই, বাহু, ওদের অধিকার করে, আমাদের প্রতি ওদের আজন্ম সঞ্চিত

অবজ্ঞা—হিংসার প্রতিদানে দয়া দেখাতে। অসুরের দয়ায় ওদের হিংসার প্রতিসেক করতে চাই।

বাহু। কিন্তু অসুরের অন্তরে যে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভাব নিহিত আছে ওরা তা বোঝে না রাজা!

রাহু। বুঝতে দেওয়া চাই। দেবতা জানে না যে অসুর জাতি সারল্যে কথার বিশ্বাসে ভেঙ্গে পড়ে; এবং তারই সুযোগে দেবতার অমোঘ বিশ্বাসঘাতকতার আগুন আমাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পুড়িয়ে দিয়ে যায়। তাই তারা মদগর্ব্বে স্ফীত—অন্ধ। তাদের চোখ খুলে দিতে হবে—বীরত্বের মানদণ্ড বুলিয়ে—ক্রূঢ় ছলনার আগুন নিভে যাবে দৈত্যের মহত্ত্ব বারিপাতে। আশ্চর্য্য! অসুরের বীর্য্যবল কি কণামাত্রও ম্লান হয়েছে—বাহু?

বাহু। না—না, কিছুমাত্র না। দিনের পর দিন দৈত্যের পরাক্রম আকাশ ছেয়ে উঠছে—

রাহু। জয় হোক দৈত্য জাতির। (শোন বাহু, প্রভাত সূর্য্যের মত সবার শীর্ষে জেগে থাকবে এই দৈত্যজাতি।)

(দ্বাররক্ষী অমরকের প্রবেশ)

অমরক। মহারাজ। দ্বার দেশে দেবদূত—

বাহু। দেবদূত। তাড়িয়ে দাও, অমরক, তাড়িয়ে দাও—

রাহু। দেখ বাহু, অভিনব মৎলব নিয়ে হয়তো আসে ঐ দেবদূত! আসুক সে। আমাদের প্রতি আবহ-পুষ্ট ঘৃণা

আজ মহত্ত্ব দিয়ে নূতনরূপে জয় করব। যাও অমরক, এই প্রমোদ কক্ষেই তাকে পাঠিয়ে দাও—

(অমরকের প্রস্থান)

বাহু। সম্রাট! অসুরকে বিপদগ্রস্ত করতে আসে ঐ দেবদূত—

রাহু। বিপদকে ভয় করবে কাপুরুষ! আসুক সে বিপদের কঠোর কুলিশ নিয়ে, দৈত্য তাকে ভেঙ্গে চুরে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে পাহাড়ের মত দৈত্য তেজের গর্ব্ব নিয়ে—

(জয়ন্তের প্রবেশ)

জয়ন্ত। দৈত্য সম্রাটের জয় হোক!

রাহু। দৈত্যের জয় তোমার বলবার অপেক্ষা রাখে না। জয় তাদের হবেই। তোমাদের মত বঞ্চক মিথ্যাচারী দেবতাদের অভিনন্দনের উপর নির্ভর করে না।

জয়ন্ত। সম্রাট! আমি দূত। দূতের সঙ্গে আলোচনার বিষয় মাত্র দৌত্য সম্বন্ধে।

রাহু। সত্য বলবার স্পর্দ্ধা আছে তোমার। কে তুমি দেবদূত?

জয়ন্ত। আমি জয়ন্ত।

রাহু। ও! ইন্দ্রপুত্র তুমি। কায়দা শেখা আছে তোমার। বেশ। তোমরা অসুরদের ঘৃণা কর, অসুর কাল বলে। সরল বলে তারা অসভ্য—উদার বলে তারা বর্ব্বর। তাই তাদের ঘৃণা কর। এ কালোর মধ্যে আর তোমাদের ঐ সাদার মধ্যে কি আছে জানো? জানো না। কেন

এসেছো এই কালো ঘৃণ্য অসুরের কাছে—সাদা পূজ্য দেবতা হয়ে ?

জয়ন্ত। এসেছি দূত হয়ে, কিন্তু আপনাব কথা আমার হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না। আমি কি সম্রাটের সঙ্গে কথা বলছি, না বিকৃত মস্তিষ্ক কোন -

রাহু। জিহ্বা সংযত কর জয়ন্ত–

জয়ন্ত। কেন ? দূতেব সঙ্গে আপনাদের আচরণ ঠিক উপলব্ধি হচ্ছে না। যদি সম্রাট হন, গ্রহণ করুন দেবতার এই আমন্ত্রণ পত্র।

রাহু। (বিস্মিত হইয়া) আমন্ত্রণ পত্র ?

জয়ন্ত। হ্যা, আমন্ত্রণ পত্র। আব আমি সেই পত্রবাহক মাত্র। এখানে আমাব জয়ন্ত আখ্যা নয় সম্রাট।

বাহু। বুঝেছি। ওতে কি লেখা আছে ?

জয়ন্ত। সম্রাট জ্ঞানবান। পড়লেই বুঝতে পারবেন।

বাহু। আচ্ছা, তুমিই পড়ে শুনাও কি লেখা আছে ওতে ? বিচিত্র আচরণ এই দেবতার, কি বল বাহু ?

জয়ন্ত। দৈত্যসম্রাটের আদেশে আমিই পত্র পড়ছি— (পত্রপাঠ)

মহামান্য দৈত্যসম্রাট রাহু !

সমগ্র দেবতামণ্ডলী একত্র হয়ে সমুদ্র-মন্থনের প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন। সহসা দুর্ব্বাসার শাপে লোকমাতা লক্ষ্মীদেবী অন্তর্দ্ধান হওয়ায় ত্রিলোকের সমূহ বিপদ উপস্থিত। লোকমাতা লোকচক্ষুর বাহিরে সমুদ্রের

অন্তস্থলে প্রবেশ করেছেন। তাঁকে ফেরাতে চেষ্টা করেছিলাম আমরা সকলে, কিন্তু অসমর্থ হয়েছি। নারায়ণের আদেশে সমুদ্র-মন্থনে প্রবৃত্ত হয়েছি। কিন্তু বিরাট সমুদ্র-মন্থন সহজসাধ্য নয়। একা দেবের অসাধ্য। সর্ব্বলোকের মঙ্গলকারণ এই মহৎ ব্যাপার সাধনে দেব, দৈত্য, যক্ষ, নাগ, কিন্নর, নর, সকলের সমবেত চেষ্টার উপর নির্ভর করে। দৈত্যপতির নিকট দেবতাবৃন্দের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তিনি এই মহৎকার্য্যে যোগদান করতঃ আমাদের কৃতার্থ করবেন এবং নিজেও ধন্য হবেন। আশা করি মহৎ দৈত্যসম্রাটের নিকট হতে আমাদের সবিনয় আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যাত হবে না। ইতি।

ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতাবৃন্দ, দেবলোক।

রাহু। বেশ আয়োজন। চমৎকার যোগাযোগ! তোমাদের এই বিরাট ব্যাপারে মন্ত্রকুশল কালরূপী নারায়ণ আছেন দেখ্‌ছি। যে কালোকে তোমরা ঘৃণা করনা—না?

জয়ন্ত। দূত হলেও আমি এর উত্তর দিচ্ছি দৈত্য সম্রাট! নারায়ণের সে কালোরূপ—শ্যামরূপ, তাতে গরিমা আছে—মাধুর্য্য আছে—মর্য্যাদা আছে।

রাহু। আর আমাদের কালোতে তা নেই, কেমন? দেবতার চক্ষে, আমরা অশ্যাম—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। তা যাক্, সে প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজন নেই। এইরূপ আমন্ত্রণ পত্র, অন্যান্য জাতি যক্ষ, রক্ষ, নাগ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব নর প্রভৃতির নিকট পৌঁছেচে?

জয়ন্ত। সে সংবাদ আমার অজ্ঞাত। মহান্ সম্রাট! দেবতার আমন্ত্রণ পত্রে সম্মত হয়ে সহি করে আমায় বিদায় করুন—

রাহু। সহি করব? দেবতার সঙ্গে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবে দৈত্য? দৈত্যের মুখের কথাই অঙ্গীকার। কিন্তু শোন দেবদূত! তোমাদের ঐ পত্রে দেবতার এ মহৎ উদ্যোগের স্পষ্ট বিবৃতি ফুটে ওঠে নি। যেন গোপন কিছু এতে আছে। তাও থাক, আমার প্রয়োজন নেই ঐ গূঢ় রহস্যের উদ্ঘাটনে। বোলো তুমি দেবতামণ্ডীকে, দেবতার চির অবজ্ঞাত--চির প্রতিদ্বন্দ্বী দৈত্যজাতির সাহায্য ভিক্ষা করা দেবতার লজ্জা। তারা আমাদের চায় না—আমরাও তাদের চাই না। এ আমন্ত্রণ একটা ছদ্মবেশে ছলনা অথবা অপমান। লোকমাতার উদ্ধারে দৈত্যের প্রয়োজন হবে না।

জয়ন্ত। দেবতার আমন্ত্রণ পত্র স্বীকার করবেনা দৈত্যসম্রাট? —এত গর্ব্ব—এত অহঙ্কার!

রাহু। হ্যাঁ, এত গর্ব্ব—এত অহঙ্কার! দেবতার চেয়ে লক্ষাংশের একাংশও নয় জয়ন্ত! হাঃ হাঃ হাঃ! দেবতার আমন্ত্রণ পত্র! শতধাছিন্ন করে ফেল রাহু—ঐ আমন্ত্রণ পত্র! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—দেবতার আমন্ত্রণ পত্র।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। শুধু দেবতার আমন্ত্রণ পত্র তো নয় দৈত্যকুলশ্রেষ্ঠ! এ যে সর্ব্বলোকের সমবেদনায় পরাৎপর পরমেশ্বরের আমন্ত্রণ পত্র। সেই ভগবানের ডাকে আমরা এসেছি, তোমরাও

যাবে দৈত্যমণি! হে মহান সম্রাট! তুমি তো দেবতার ঘৃণ্য নও। ঘৃণ্য তারা অনাচারী পাপী যারা। দৈত্যের শ্রেষ্ঠস্থানে তোমার আসন—শ্রেষ্ঠ তুমি। আর আমি দেবতার শ্রেষ্ঠস্থানে আসীন শুধু দেবতার দয়ায়। এসো বন্ধু, দৈত্য ও দেবতা—দুই জাতির শ্রেষ্ঠ পুরুষ আমরা, ঈশ্বরের ইঙ্গিতে পবিত্র নিঃস্বার্থ কর্ম্মে ব্রত হই। এসো বন্ধু—

রাহু। একি তোমার অন্তরের সত্যতম বাণী? বন্ধুত্বের আবরণে উদ্দেশ্য ঢেকে ছলনায় প্রলুব্ধ কোরোনা ইন্দ্র। রহস্য মুক্ত করে কথা বল—

ইন্দ্র। না-না-না। ছলনা নয়—রহস্য নয়। বিশ্বপতি নারায়ণের আদেশে লোকমাতা উদ্ধারের জন্য এই নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা—তোমার আমার সকলের কর্ত্তব্য-মাত্র। দ্বিরুক্তি করোনা—

রাহু। নিঃস্বার্থ!—তুমি দেবতার মাথার মণি, সত্য। কিন্তু নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা! তোমায় বিশ্বাস করতে পারি ইন্দ্র?

ইন্দ্র। বিশ্বাস কর দৈত্যপতি। বিনা দ্বিধায়, বিনা যুক্তিতর্কে এ মহৎ অনুষ্ঠানে যোগ দাও বন্ধু। ইশ্বরের ঈপ্সিত কার্য্যে আনন্দ পাবে, নির্ম্মল—প্রশান্ত। লোকমাতার অভাবে, ত্রিলোক আজ পীড়িত, মর্ম্মাহত। তার উদ্ধারে সহায় হও—সম্মতি দাও দৈত্যপতি। ভগবান বলেছেন—মন্দর মথ, কূর্ম্ম হবে আসন, বাসুকী রজ্জু, জলধি দুগ্ধ। বাসুকীর মুখে দৈত্য—পুচ্ছে দেবতা—

সকলের মিলিত শক্তিতে সমুদ্র মন্থন কর, লোকমাতার উদ্ধার হবে।

রাহু। তোমার কথা যদি সত্য হয় ইন্দ্র: লোকমাতার অভাবের কারণটাও তো আমার জানা উচিত। নারায়ণের অর্দ্ধাঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধান, সমুদ্রের গহ্বরে অবস্থান বা পলায়ন তো সহজ কথা নয়। বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে?

ইন্দ্র। সঙ্কোচ কিসের? তবে যেকারণেই হোক্ তার মূলে মহর্ষি দুর্ব্বাসার ক্রোধবহ্নি—আর এই দেবেন্দ্র তার জন্য দায়ী। আমার অপরাধের জন্য শুধু স্বর্গ নয় আজ এই ত্রিলোক সম্পদ-অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর অভাবে ম্রিয়মান কাতর। ঐ দেখ বন্ধু, তোমার দৈত্যপুরীও আজ শ্রীহীন, ম্লান। নিজে বাঁচ—আমাদের বাঁচাও—ত্রিলোক রক্ষা কর বন্ধু—এই মহামন্থনে সাহায্য করে। লোকমাতার উদ্ধারই আমাদের একমাত্র কাম্য।

বাহু। হবে, ইন্দ্র। তুমি অল্প বিস্তর অনর্থের জন্য দায়ী, যার জন্য এই মন্থনের দায়ীত্ব স্কন্ধে নিতে বাধ্য হয়েছো। কিন্তু একটা কথা শোন ইন্দ্র, দেবতার শত্রু দৈত্য, কেননা দৈত্য বলবান। একথা স্বীকার কর? চুপ করে কেন, বল স্বীকার কর? তা না কর উত্তম। শোন। যক্ষ, নাগ, কিন্নর, নর, দেবতার দাস; ওরা তোমাদের পূজা করে, প্রার্থনা করে—তোমরা ওদের পালন করে, বশ কর—আনন্দ পাও। আর দৈত্য, কারও দাসত্ব করে না,

কাকেও দাসত্ব করতে দেয় না। সে কারো পূজাও করে না—অথচ এই চিরশত্রু দৈত্য দেবতারও কাজে লাগে অন্যেরতো লাগেই। আজ দেখছি সেই কালরূপী কুটীল নারায়ণের প্রয়োজন হয়েছে। যদি একটা কাজের মত কাজ করতে পারি—আমরা করব, কি বল রাহু ?

রাহু। কিন্তু দেখতে হবে সম্রাট। দেবতাদের এতে ফাকীর ফাক্ আছে কিনা।

রাহু। সত্য কথা। এই মন্থনের ফলে শুধু লোকমাতাই উদ্ধার হবে—আর কিছু হবে না ? যে বিপুল চেষ্টায় এই বিরাট মন্থনের প্রয়াস, ঐ বিশ্বরাট মন্দরের আলোড়নে জলধি তার রত্নভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেবে—সে সন্ধান নিশ্চয়ই রাখ। কি বল ? মন্থনলব্ধ ধন রত্নের ব্যবস্থা ?

ইন্দ্র। হয়তো প্রচুর মহামূল্য ধনরত্নাদির উদ্ভব হবে কিন্তু মুখ্য কারণ এই লোকমাতা। অবশ্যই সেই মহীয়ান নারায়ণ তাহতে আমাদের বঞ্চিত করবে না। আমরা সমভাগেই নেব, আশা করি। এরূপ মহৎকার্য্যে নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করাই মহত্ত্বের ও বীরত্বের পরিচয়। ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব ত্যাগেও লোকমাতার উদ্ধার কামনা করে দৈত্যপতি।

রাহু। বেশ-বেশ। সাধু ইন্দ্র। তোমার এই মহতী উক্তিতে আমি আনন্দিত। তোমার মঙ্গল কামনা করি।

এসো ইন্দ্র, আমরা সমগ্র দৈত্যজাতি শীঘ্রই দেবতার সঙ্গে মন্থনস্থলে মিলিত হব। নমস্কার।

ইন্দ্র। নমস্কার। তবে এসো দৈত্যপতি তোমার দৈত্য সহায়নিয়ে। চলে এসো জয়ন্ত—

(ইন্দ্র ও জয়ন্তের প্রস্থান)

রাহু। কি ভাবছো বাহু? যে আনুগত্য স্বীকার করে—সে শত্রু হলেও সম্মানীয়। তার অনুরোধ রক্ষা করা উচিত। কি ভাবছো?

বাহু। ভাবছি—চতুর দেবতার কৌশলে দৈত্যের অস্তিত্ব রক্ষায় বিঘ্ন হবে কিনা?

রাহু। দৈত্যের অস্তিত্ব রাখতে আমারা ভুলব না। জাতির মর্য্যাদা আমরা প্রাণ দিয়েও রক্ষা করব। কর্ত্তব্য কর্ম্মে পিছিয়ে থাকা আমাদের জাতির অমর্য্যাদার কারণ হয়ে থাকবে। কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা চিবজাগ্রত এবং গরীয়ান থাকব—সেই আমাদের ব্রত এবং জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

বাহু। তা হলে সমস্ত দৈত্যজাতির প্রতি এই বার্ত্তা ঘোষণা করি। কিন্তু তার পূর্ব্বে স্বয়ম্বর-লব্ধা মহারাণীর অভিষেক উৎসব--যার জন্য ঘোষণা ও নিমন্ত্রণ গেছে দেশে দেশে—

রাহু। সমুদ্র মন্থন শেষ করে এসে মহোৎসবে তা সম্পন্ন হবে—তুমি সমগ্র দৈত্যজাতিকে আমার এই নব অভিযানের আদেশ জানাও—

(অভিবাদন করিয়া বাহুর প্রস্থান)

কে আছিস ? মহুয়া দে—(মদলিকার প্রবেশ ও মহুয়া দান, অন্যদিকে নারদের প্রবেশ)

নারদ। হ্যা, মহুয়া পান কর। আর আমার গান শোন

রাহু। কে তুমি ? আরো মাতাল হয়ে ওঠ ।

নারদ। পরিচয় থাক্। আগে গান শোন—

রাহু। গান থাক্। আগে পরিচয় দাও। জান তুমি অপরিচিত, এটা আমার প্রমোদাগার। কে তোমায় প্রবেশ করতে দিলে ?

নারদ। কেউ প্রবেশ করতে দেয় নি। নিজেই এসেছি—

রাহু। তার অর্থ ?

(মিত্রের প্রবেশ)

মিত্র। তার অর্থ—উনি গান শুনিয়ে বেড়ান, আর আমি লোকের পূজা অর্চ্চনা পেয়ে বেড়াই। এই যা তফাৎ ওতে আমাতে।

রাহু। কে তোমরা দুটি প্রহেলিকা ? সত্য পরিচয় দাও, নইলে—

নারদ। আগে গান শোন। গানে ঝঞ্ঝাট কেটে যায়, শান্তি লাভ হয়।

রাহু। শান্তির পিপাসায় তোমাদের কাছে হাত পেতে বসে নেই দৈত্যসম্রাট !

মিত্র। আহা! চটছেন কেন দৈত্যরাজ ? আমি পরিচয় দিচ্ছি, উনি হচ্ছেন দেবর্ষি নারদ, ওঁর রোগ ঘুরে ঘুরে শান্তির ঘরে ঝগড়া বাঁধান আর গান শোনান। বেড়ে

মিষ্টি গায় রাজা। আর আমি কি করি শুনবেন? আমার কাছে সবাই মঙ্গল কামনা করে আর। আমিও ঘুরে ঘুরে দোরে-দোরে বেড়াই—আশীর্ব্বাদ করি—

রাহু। হু। বুঝেছি। উনি হচ্ছে বিশ্বের শান্তি ধ্বংসকারী বিশ্ব ঝগড়াটে নারদ, আর তুমি হচ্চ মিত্র দেবতা। তা তোমরা ঠিক দেবতা নও, দেবতার স্তুতি গায়ক, আর প্রসাদ ভোজী অর্দ্ধ দেবতা—

নারদ। ঠিকই বলেছেন, ঠিক দেবতা নই মহারাজ। তারও উপরে দর্শক, গায়ক--

মিত্র। হ্যা, আমিও গ্রাহক, স্তাবক, পূজাভূক্।

রাহু। তোমাদের শূলে দেবো।

মিত্র। আপনার এই পরমহিতৈষীদের প্রতি ওরূপ কঠোর আদেশ করবেন না, দৈত্যেশ্বর! তার চেয়ে আমার চতুর্পার্শ্বে ষোড়শোপচারে—না, আপনি দৈত্য সম্রাট, সহস্র সহস্র উপচারে—বুঝেছেন, সহস্র সহস্র উপচারে নৈবেদ্য সাজিয়ে দিন। আমি আপনাব পূজা গ্রহণ, উপচার ভক্ষণ করতে থাকি, আর নারদ ঋষি গানের সুরা আপনার কর্ণে ঢেলে দিক। অতৃপ্ত আনন্দ হোক্-- আনন্দ হোক্—

রাহু। না।—তোমাদের শূলেই দেবো—

মিত্র। আঃ!! গান ধর না হে ঠাকুর! নইলে শূলেই যেতে হবে যে, নিশ্চয় শূলেই যেতে হবে যে! (ভয়ে কাঁপিতে লাগিল)

রাহু। না –না, তোমাদের আমি নিশ্চয় শূলেই দেবো। এই মুহূর্ত্তে—অমরক —(অমরক আসিয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল, মিত্র আরোও দ্বিগুণতর কাঁপিতে লাগিল, নারদ কিন্তু দিব্যি নিশ্চিন্তে হাসিতে লাগিল।)

থামো অমরক। দেখছো না, মিত্র দেবতা কাঁপছে—ভয় পেয়েছে। ওকে আর শূলে দেবার প্রয়োজন হবে না।

অমরক। কিন্তু ঐ দিকে ওটা যে ফিক্ ফিক্ করে হাসছে —সম্রাট!

রাহু। ওটা গায়ক। পাগলের হাসি আর গায়কের হাসিতে প্রভেদ নেই। কবির চিত্ত কবিত্বে ভরে গেলে তাকে কবিতার পাগল বলে। গায়ক গানের তন্ময়তায় বিভোর হলে তাকে গানের পাগল বলে। কবি পাগল, গায়ক পাগল—, ওদের হাসিতে মাধুর্য্য আছে, মত্ততা আছে। ওরা জীবন্তে অজ্ঞান, চেতনাহীন—ওরা হাস্যুক। যাও অমরক, আমি ওর গান শুনবো। মদলিকা, মহুয়া দে। এইবার গাও ঠাকুর, দেখি তোমার গানে কি আছে।

মিত্র। আপনার এই মহুয়া পরিবেশিকা নারীটি তো বেশ রাজা?

রাহু। কেন? এক পাত্র চাই নাকি? পূজা পাচ্ছ—এটা পাবে না? আমরা পূজা করতে আগে মহুয়া দেই, পরে অন্য উপচার দেই। নেবে না দেবতা? —তুমি গাও ঠাকুর।

(নারদ বীণার সুরে গান ধরিল)

মিত্র। (জনান্তিকে) সোমলিকা এখন এলে কিন্তু ভালই হ'ত ঠাকুর। না হয়, তুমি বলতো—ঐ অসুর নারীর কোমল হাতের মহুয়াটা গ্রহণ করি। পূজার উপচার বলে নিতে দোষ কি ?

নারদ। সোমলিকা আসবে—আসবে—

রাহু। আসুক সোমলিকা, তুমি গান ধর—

নারদ

(গান)

মন্দর আলোড়নে—আলোড়নে
ত্রিলোক সহ যোগে—সহযোগে
ভেদিয়া বারিধি বক্ষ—
উঠিবে কি নব সুধা—কি নব সুধা।
বঞ্চিত কেহ বা ভুঞ্জিত কেহ বা
মন্থনে লব্ধ নব নব কিবা—
জোছনাধর অমৃতপুর—
মিটিবে কি মত্তক্ষুধা—কি মত্তক্ষুধা !
মুক্ত সলিলে জাগিবে মাতা
ত্রিদিবে অমর হইবে দেবতা
রহিবে রহিবে শেষ আঁধারে—
উঠিবে কি নব সুধা—কি নব সুধা ॥

(এদিকে মিত্র মদলিকার নিকট হইতে পানপাত্রে মহুয়া পান করিতেছিল)

রাহু। এই গানের ভেতরে একটা প্রচ্ছন্ন ভাব—যাতে

একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করে। মন্থনের ফলে এমন কিসের উদ্ভব হবে—যা হতে দেবতা বঞ্চিত করবে দৈত্যকে। দেখা যাক্। দৈত্য বলবান, বলে সে লব্ধরত্ন গ্রহণ করব—তবু সুযোগ ছাড়া হবে না। তোমার গানে, আমি পরিতুষ্ট হয়েছি, গায়ক। কোথায় তোমাদের সোমলিকা? পান কর তোমরা সোমরস, যদি তোমরা দেবতা হয়ে থাক।

নারদ। আসছে। সোমলিকা আসছে—রাজা, আসছে—

রাহু। কিন্তু একি! তোমার বন্ধুটি যে মহুয়া পান সুরু করে দিয়েছে দেবতা হয়ে। পাপ হবে না?

মিত্র। না-না, পাপ কিসের? পূজার দান গ্রহণ করছি—পাপ কিসের?

নারদ। পূজার দান। তুমি কি বলছ মিত্র?

রাহু। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! পাগোল কবির জ্ঞান ফিরে এসেছে দেখছি—

(সোমরস লইয়া সোমলিকার প্রবেশ)

সোমলিকা। জ্ঞান ফিরে আসবে—নিশ্চয় ফিরে আসবে। তুমি হাসছো দৈত্য! তুমি গুরুতর অপরাধ করেছো দেবতাকে মহুয়া পান করিয়ে—।

রাহু। শাস্তি দাও সোমলিকা—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! মহুয়া যে পান করে—সে স্বেচ্ছায় করে—কাকেও জোর করে পান করিয়ে দিতে হয় না। কি বল—মিত্র দেবতা? এ বড় তীব্র—স্বাদু—না?

সোমলিকা। ধিক্ তোমায় দেবতা! তুমি স্বেচ্ছায় মহুয়া পান করলে?

মিত্র। হ্যা, করলুম।

সোমলিকা। তোমার দেবলোকে স্থান হবে না--

মিত্র। না হয়—না হবে। আমার স্থান সর্ব্বলোকে। সকলে পূজা করে আমায় যা দেয় আমি সন্তুষ্ট হয়ে তাই গ্রহণ করি। ও সোমরসও যা মহুয়াও তাই। দুই দেবতায় দুটো খায়—এই তফাৎ। দৈত্যরাজ! তোমার মহুয়া বেশ।

রাহু। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! মহুয়া বেশ! বেশ!

সোমলিকা। চলতো নারদ ঠাকুর—এক্ষনি দেবলোকে সব্বাইকে বলে দেবো। দেখব—মিত্রঠাকুর কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

রাহু। তার প্রয়োজন নেই, নারী। দেখা যাবে সমুদ্র মন্থনে, কোন বস শ্রেষ্ঠ, কোন রস দেহে নবজীবন দান করে—দেহে প্রমত্ত শক্তি দেয় মন্থন—সাহায্যে। আমার মদলিকা যাবে—তখন মহুয়া হাতে সমগ্র দৈত্যজাতিকে উদ্দীপ্ত করতে। তুমিও হয়তো যাবে সোমলিকা সোম হাতে দেবতাকে শক্তির প্রেরণা দিতে। পরীক্ষা হবে তখন এই মদরসের শ্রেষ্ঠত্ব। সমুদ্র মন্থনে আমি শীঘ্রই যাত্রা করবো। তার পূর্ব্বে আমি জেনে যেতে চাই, যখন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির দুই রস-পরিবেশিকা উপস্থিত, তখন এই দুই রসপায়ীর মধ্যে কী কী পার্থক্য বর্ত্তমান

স্বর্গের সোমলিকা, তুমি সোমপান করে নাচ—গাও—আর তুমি মদলিকা, মহুয়া পান করে নাচ, গাও—দেখি কোনটায় মাদকতা বেশী। দেখি, কোন অনুপানে গঠিত এই রস—কিসের ব্যঞ্জনায় এই রসের সৃষ্টি। মিত্র। তুমি মহুয়া পান করেছো—তুমি দর্শক। নারদ। তুমি গীতপণ্ডিত, তুমি শ্রোতা—

সোমলিকা। আমি তোমার নিকট নৃত্যগানের পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত নই দৈত্য।

রাহু। কেন?

সোমলিকা। তুমি ভীষণ—দুর্দ্ধর্ষ, সঙ্গীত বা নৃত্যে অনভিজ্ঞ তাই।

রাহু। তাই। আমি ভীষণ—দুর্দ্ধর্ষ হলেও আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় এখনও সবল—সতেজ। বোধশক্তি আছে, তুমি প্রস্তুত হও—

সোমলিকা। কিছুতেই না।

নারদ। কিছুতেই তুমি সম্মত হোয়োনা সোমলিকা।

রাহু। আমার আদেশ। জান সোমলিকা, আমার এই প্রমোদ কক্ষের চতুর্দিকে লৌহবলের প্রাচীর—আর সহস্র চক্ষুর সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। যদি মঙ্গল চাও—প্রস্তুত হও—

সোমলিকা। কখনো না।

রাহু। অমরক।

মিত্র। সম্মত হও—সোমলিকা। তুমি নাচ, গাও—ভয়

কি ? দেবতাদের সোমরসের উদ্দীপনায়---ঐ দৈত্যটাকে অবাক করে দাও—দেবতারা তোমায় আশীর্ব্বাদ করবে, পুরস্কার দেবে—

সোমলিকা। ওঃ! কি লজ্জা! কি লজ্জা! ধিক্ তোমায় মিত্র! —ঠাকুর।

নারদ। আমি থাকব শ্রোতা। উপায় নেই—উপায় নেই।

রাহু। নির্ভয়ে গাও তুমি সোমলিকা। আমি শুধু বিচার করব কোনটা শ্রেষ্ঠ।

সোমলিকা

(নৃত্য গান)

ও প্রিয়—ও প্রিয়—ও প্রিয়।
বিধু আননে কুহুগান গায়॥
এই না মধু—এই না মধু
অধর ছোয়ায় কে সে বধু ?
লাজ হাসি হেসে চায়—
বঁধুর বুকে পরশ জাগায়।
ফুলে ফুলে ভ্রমর ভ্রমরী নাচে
পরী পাখায় প্রেমের বন রচে
পুলক তরঙ্গ ঝঙ্কৃত অঙ্গ
পিও পিও মধু মলয় বায়॥

রাহু। না-না—ওতে শুধু বিলাসের মধু—বিলাসের মোহ! ঘুম এনে দেয়, ঘুমে তন্দ্রা আনে—তন্দ্রায় স্বপ্ন আনে। মদলিকা ! আর দেরী নয়, মহুয়া পান করে নাচ, গাও—

দেখব এবার মহুয়ার কি মাদকতা—কি তেজ। আমার এ অলস আবিলতা ভেঙ্গে আমায় জাগাতে পারে কিনা?

মদলিকা

(নৃত্য গান)

ভীমা ভয়ঙ্করা মুণ্ডমালিনী
কম্পিত দিশি চকিত দামিনী
নাচে নাচে ভৈরব—রুদ্র
নিঃশঙ্ক অভয় ত্রিনয়নী।
আলোর ভঙ্গি চেতনায় জাগো
নাচ ক্ষৈম তাথৈ তাথৈ থিয়াতাথৈ
নাচ নাচ রন রনি॥

(সহসা তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিল।)

রাহু। উন্মাদনা! মত্ততা! জাগো—জাগো দৈত্য। দূর হও ভূয়ো সোমরস, আন রসের আকর মহুয়া।

সোমলিকা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ— (বিকট হাস্য করিতে লাগিল। দৈত্যগণ ক্রমে সকলে উপস্থিত হইয়া সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল।)

সমুদ্র মন্থন—সমুদ্র মন্থন—

(সকলে উল্লসিত হইয়া আনন্দধ্বনি করিতে করিতে প্রস্থান করিল।)

দৃশ্য :—তিন

পর্ব্বতসানু-দেবশিবির

(যক্ষ, রক্ষ, নাগ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব—সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেলে ইন্দ্রাণী ও জয়ন্ত প্রবেশ করিল।)

জয়ন্ত। মা, আর আমার শিবিরে থাকতে একদণ্ডও ইচ্ছা হচ্চে না। ঐ দেখ মা, দেব, দৈত্য যক্ষ, রক্ষ, নাগ, কিন্নর ক্রমে ক্রমে মিলিত হ'ল—ত্রিলোকবাসীর সম্মিলিত পদভারে সমুদ্রতীর কেঁপে উঠলো। এইবার জগৎবিস্ময় মহামন্থন আরম্ভ হবে। এ মহৎ অনুষ্ঠানে আমি যোগ দেব না, মা, তা হতে পারে না।

ইন্দ্রাণী। তুমি তোমার পিতার আদেশ অমান্য করবে জয়ন্ত ?

জয়ন্ত। পিতার আদেশ! এরূপ অন্যায় আদেশ আমায় মানতে বল মা ?

ইন্দ্রাণী। অন্যায় কিসে ? যখন প্রয়োজন হবে, তখন তোমার আহ্বান আসবে।

জয়ন্ত। যখন প্রয়োজন হবে ? তুমি কি বলছ মা ? এখনও প্রয়োজন হয়নি ? ত্রিলোক একত্র, এরূপ বিরাট সম্মিলন দু'বার হয় না, মা—আমি যাব—

ইন্দ্রাণী। যাবে ?

জয়ন্ত। হ্যা, যাব।

ইন্দ্রাণী। তারপর শিবির রক্ষার ভার ?

জয়ন্ত। শত্রু মিত্র সর্ব্বলোক ঐ সমুদ্রে—চিন্তা কি মা?

ইন্দ্রানী। কিন্তু জয়ন্ত, দৈত্যকে অভ্যর্থনা করতে যাদের পাঠালে—তারা এখনও ফিরে এলো না কেন?

জয়ন্ত। সত্যিই তো! সেখানে গেছে নারদ, মিত্র আর সোমলিকা। কই, তারা তো এখনও ফিরে আসছে না। আমি যাই—দেখে আসি মা, তাদের কি হল?

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে সোমলিকার প্রবেশ)

সোমলিকা। আর যেতে হবে না। তারা সবাই ফিরে এসেছে। কিন্তু বড় দুঃসংবাদ নিয়ে। ওঃ! কী লজ্জা—কী লজ্জা!

ইন্দ্রানী। কী সোমলিকা? বল্—বল্, কী দুঃসংবাদ বয়ে এনেছিস সোমলিকা? কিসের লজ্জা! বল্ বল্—

সোমলিকা। ওঃ! কী লজ্জা—দেবেন্দ্রানী। আমায় নাচতে হল। দৈত্যের সম্মুখে আমায় সোমপান ক'রে নাচতে হ'ল। ওঃ! কী লজ্জা—কী লজ্জা!

জয়ন্ত। তুই নাচলি কেন? মাত্রাটা বেশী করেছিলি বুঝি?

সোমলিকা। না—না। নইলে অপমান করবে যে। শূলে দেবে বলে, কত শাসালে—তাই—, কিন্তু বেঁচে গেছি আমি শুধু নেচেই—

জয়ন্ত। দৈত্যেরা বুঝি জোর করে সোমপান করেছে—নারে সোমলিকা?

সোমলিকা। তা নয়—তা নয়। সোমপান করবে দূরে থাকুক্

দৈত্যরাজ নাসিকা কুঞ্চিত করে বললে—'ওটা ভুয়ো—আবিল্যে ভরা' মহাঘৃণায় বিরক্ত হয়ে মহুয়ার আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। কিন্তু সর্ব্বনাশ করেছে ঐ মিত্র দেবতা—সে দৈত্যের মদিরা মহুয়া পান করেছে—দেবতার সম্মান দৈত্যের পোষকতায় তাদের পায়ের তলায় লুটিয়ে দিয়েছে। মহা অপরাধ করেছে সে। আমি কত বললুম তা গ্রাহ্যই করলো না। মিত্র বলে দৈত্য পূজার উপচার দিয়েছে ঐ মহুয়া, আমি গ্রহণ করেছি। ওতে দোষ নেই।

(নারায়ণের প্রবেশ)

নারায়ণ। সত্যিই তাই সোমলিকা। পূজার দানরূপে যে গ্রহণ করে—তার তাতে দোষ নেই। আর ওদের মহুয়া বেশ স্বাদু—তীব্র। তুমিও কি একটু আস্বাদ পাওনি সোমলিকা?

(সোমলিকা মুখ ফিরাইল)

সঙ্গে করে যদি কিছু এনে থাক, আমায় দাও—আমি পান করে তৃপ্ত হই। (সোমলিকা চলিয়া গেল) হাঃ হাঃ হাঃ—

ইন্দ্রানী। তুমি হাসছো, নারায়ণ। মহুয়া পান করবে—শেষে দেবতা?

নারায়ণ। তা করুক না করুক, আসে যায় না। জয়ন্ত, দেখতো মন্থন আরম্ভের আর কত বিলম্ব? দেখে এসো—আমি ততক্ষণ এখানে আছি, তুমি যাও—(জয়ন্তের

প্রস্থান) ইন্দ্রানী, তুমিও যাও বিশ্রাম কর। মহামুনি কশ্যপ আসছেন, তার সঙ্গে প্রয়োজন আছে।

(ইন্দ্রানীর প্রস্থান)

(কশ্যপের প্রবেশ)

কশ্যপ। নারায়ণ।

নারায়ণ। এসো—এসো, লোকপিতা কশ্যপ। কিন্তু সমুদ্র-মন্থনাসন্ন সময়ে তোমায় এখানে দেখে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি কশ্যপ!

কশ্যপ। কিন্তু আমি আরও আশ্চর্য্য হচ্ছি, যে ইন্ধন যুগিয়ে —আগুন না জ্বেলে, নারায়ণের নিশ্চেষ্ট থাকার কি কারণ তাই ভেবে।

নারায়ণ। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না, কশ্যপ।

কশ্যপ। বুঝবার প্রয়োজন নেই। সমুদ্রমন্থনে লেলিয়ে দিয়েছ যাদের—তাদের সকলকে শক্তি দাও মন্থনের—নতুবা বিরত হও এই বিরাট কার্য্য থেকে।

নারায়ণ। বিরত হব? কেন? কার জন্য এ মন্থন? সমুদ্রমন্থন থাক্। তারা পারে, অন্য উপায়ে লোকমাতার উদ্ধার করুক—না পারে না করুক।

কশ্যপ। ওসব কথা রেখে ব্রতীদের প্রেরণা দাও—তোমার শক্তিতে সকলকে শক্তিমান্ কর। তবে সমুদ্রমন্থন হবে। ঐ দেখ—দেব দৈত্য সকলে মন্দর জড়িয়ে বাসুকীকে টানছে—কোনমতে নড়াতে পারছেনা। সব যত্ন বিফল হ'ল। তুমি সর্ব্বজ্ঞ—আমাকে ভুল বুঝিয়োনা। আমি

জানি, তোমার শক্তির একাংশও না পেলে মন্থন অসম্ভব।

নারায়ণ। ঐ জয়ন্ত আসছে—(জয়ন্তের প্রবেশ) জয়ন্ত—জয়ন্ত! কি সংবাদ?

জয়ন্ত। সবই প্রস্তুত। মথ, দড়ি, আসন—সমস্ত আয়োজন শেষ। বিপুল জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে মন্থন আরম্ভ হবে, কিন্তু—কিন্তু নারায়ণ, বিরাট দেহ বাসুকী সমগ্র বীরকেশরীর মিলিত শক্তি প্রয়োগেও অচল-অটল-স্থির-মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে! দেবদৈত্য হতাশ্বাস, ম্রিয়মান, স্তম্ভিত, স্থানুবৎ মত অবস্থান করছে। বিশ্বের বিস্ময়!—সে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য—

নারায়ণ। হ্যা, আশ্চর্য্যই বটে জয়ন্ত। কশ্যপ। তুমি যাও মন্থনস্থলে—সন্তানদের উত্তেজিত কর। মন্থনকারী সকলে বিষ্ণুশক্তি লাভ করুক—তুমি তাদের উদ্বুদ্ধ কর,—যাও কশ্যপ—

কশ্যপ। এসো নারায়ণ। তোমার উপস্থিতিতে তোমার শক্তির বিকাশ হোক। সমুদ্রের কানায় কানায় হেসে উঠুক্ তোমার মহাশক্তির উজ্জ্বল আলোক। (প্রস্থান)

নারায়ণ। ত্রিলোকশক্তিময়ী মহাশক্তি! তোমার এক কণা শক্তি আমায় দাও—আমার লজ্জা-মান-সম্ভ্রম বাঁচাও। সোমলিকা যাবে সোম নিয়ে পরিশ্রান্ত দেবতাদের সোমদানে মত্ত রাখতে--শ্রান্তি ভুলিয়ে দিতে, পিপাসায় কণ্ঠ পুরাতে—অবসাদে সঞ্জীবিত করতে। আর মদলিকা

মহুয়ার মদে দৈত্যকে প্রমত্ত করবে—অবিরাম অক্লান্ত করে দেবে। তার সঙ্গে মহুয়াপায়ী মিত্রদেব দৈত্যশক্তিতে নববলীয়ান্ হয়ে দৈত্যকে অমোঘ বাসুকীর বিষজ্বালা হতে জাগিয়ে রাখবে। জয়ন্ত! বিশ্বের বিস্ময়—ত্রিলোক চমৎকৃত এই মহামন্থন! (প্রস্থান)

জয়ন্ত। সোমলিকা—সোমলিকা— (সোমলিকার প্রবেশ)

সোমলিকা। আমি মন্থনে যাচ্ছি—সোমরসের ভাণ্ড নিয়ে—

জয়ন্ত। তা যাও। আমিও একটা কিছু নিয়ে ওখানে যাব—নিশ্চয় যাব।

সোমলিকা। বিশেষ করে—এই জগৎবিস্ময় মহামন্থনের জন্য দেবতাদের ক্লান্তি নাশের জন্য—এই অনুপম সোম তৈরী করেছি। এর চমৎকার গন্ধে—প্রজাপতি ছুটে আসে—মন প্রাণ মেতে ওঠে এক অচিন্ত পুলকে। একটু পরীক্ষা করে দেখবে জয়ন্ত? তা কেউ এখানে নেই, দেখ—আমিও তাহলে নিশ্চিন্ত হতে পারব?

জয়ন্ত। (সোমপান করিয়া) আঃ! এ তো একটা মহা প্রলোভনের বস্তু করেছিস রে সোমলিকা! জগৎজয়ী একটা চেতনাময় মহাতৃপ্তি এই সোমে আছে—বাঃ—বাঃ সোমলিকা, প্রাণে একটা পেলব শান্তির ঝরণা খেলে যাচ্ছে—তীব্রতা নেই—কেবলই একটা স্নিগ্ধ অথচ উদ্দাম শীতলতা—

সোমলিকা। এ সোম পান করলে--কিছুতেই অবসাদ

আনতে পারবে না—সে আমি জোর করে বলতে পারি। দেখি এবার দেবতারা আমায় কি পুরস্কার দেয় ?

(গান)

এই সোম ব্যঞ্জন মহারসের আকর।
নেশায় জাগবে তারা, জাগবে তুহিন্ সাগর॥
উতল ফেন নাচবে যে নাচন, মন্থনে তার আনবে যে কাঁপন,
মাতাল হবে আকাশ, মাতাল হবে বাতাস,
উঠবে মাতা হেসে—অতল ভেঙ্গে সায়র॥

(ইন্দ্রানীর প্রবেশ)

ইন্দ্রানী। সোমলিকা! কোথায় যেতে হবে—ভুলে গেছিস ?

সোমলিকা। না ভুলিনি।

ইন্দ্রাণী। নিশ্চয় ভুলেছিস্। আজ মন্থনে গিয়ে কি মাতলামী করবি—না নূতন নেশায় দেবতাদের জাগিয়ে রাখবি ?

সোমলিকা। জাগিয়ে রাখব। যে রস আজ করেছি দেবেন্দ্রানী—এই সুগন্ধ স্বর্গভ্রমরলুব্ধ পারিজাত পরাগ মধু খর্ব্বকারী সত্ত্বপ্রাণ সঞ্চারী সর্ব্বৌষধির মিলনে যে সোম তৈরী করেছি—তা দিয়ে নিশ্চয় দেবতাদের জাগিয়ে রাখবো। আমি চললুম— (প্রস্থান)

জয়ন্ত। আমিও চল্লুম মা। এ বিরাট দৃশ্যের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা আমার চলবে না। যে উপায়েই হোক্ একটা না একটা পথে আমাকে দাঁড়াতেই হবে। আমার জাতির—দেশের গৌরব—উজ্জ্বল করতে—স্বজাত দেবতা-বৃন্দের লজ্জা বাঁচাতে—আমি ছুটে যাব সেখানে—মা,

তোমার অঞ্চলপ্রান্তে বসে থাকব না। আমার কণ্ঠে লক্ষ কণ্ঠের ধ্বনি নিয়ে তাদের জাগিয়ে রাখব—পলকে পলকে শক্তির মন্ত্র তাদের কানে, মনে, প্রাণে সঞ্চারিত করে দেব—আপদাসন্নে অস্ত্র নিয়ে সম্মুখে দাঁড়াব। আমি যাব মা, আমি যাব— (প্রস্থান)

ইন্দ্রানী। এসো জয়ন্ত। তোমার জয় হোক্। ত্রিদিবের মঙ্গল বাসনায় তোমার হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে দেশাত্মবোধের বিজয় ডঙ্কা বাজিয়ে দিক্, অক্ষয় হোক্ তোমার আকাঙ্ক্ষা—উজ্জ্বল হোক্ তোমার মহত্ত্বের গরিমা।

(অপ্সরাগণের প্রবেশ ও নৃত্যগীত)

(গান)

কত অনুরাগ, দেখ সই এসেছে সাগর পারে।
অঙ্গের লাবণী উছলে, চোখ চায় পাতার আড়ে॥
চল সই চল সঙ্গোপনে মৃদুল চরণে,
যৌবন মদিরায় জাগি মোরা, পুলক আননে,
জাগাই চল মনথনে, ভ্রূভঙ্গি কম্পনে,
হাসবে প্রিয়, হাসবো সই আমরা চুপিসাড়ে॥

ইন্দ্রাণী। তোদের গানে আনন্দের লহর খেলুক—তৃপ্তির ফোয়ারা ছুটুক্। তোরা নব নব রসের যোগান নিয়ে তৈরী হ'—তোদের চির নূতন কন্দর্প রূপ নিয়ে কামনার মোহন ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়ে জেগে থাক্। আর জেগে থাকুক দেবতার এই অকীর্ত্তি কলাপ!

দৃশ্য :—চার

সমুদ্র-তট

(সমুদ্রের মাঝখানে মন্দর মথ স্থাপিত। মন্থনরত দেবতা, দৈত্য প্রভৃতি সমুদ্রতটে অবস্থিতি করিতেছেন। সোমলিকা সোমদানে দেবতাগণকে ও মদলিকা মহুয়াদানে দৈত্যগণকে মত্ত রাখিতেছে। মদলিকার পার্শ্বে মিত্র দণ্ডায়মান। নারদ বীণার তারে একটা করুণাত্মক গভীর সুর দিতেছিল। কশ্যপ দেবদৈত্যের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উৎসাহ দিতেছে। শূন্যে নারায়ণ অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছেন। 'লোকমাতার' জয়ধ্বনির সঙ্গে মন্থন আরম্ভ হইবাব কিছুকাল পরে সহসা চন্দ্রমার উদ্ভব হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া গেলে, সকলে নির্নিমেশ নেত্রে চাহিয়া রহিল।)

কশ্যপ। ঐ দেখ সকলে—মন্থনের প্রথম উদ্ভব চন্দ্রমা। সুধার ষোড়ষকলা ঊর্দ্ধে উঠে আকাশে দুই লক্ষ যোজন স্থান ব্যপ্ত করে—তার অমিয় জ্যোৎস্না ধারায় বিশ্ব আলোকিত করে তুলল।

(ঐরাবত হস্তীর উত্থান ও অন্তর্দ্ধান)

রাহু। কী—কী—ওঠে! কোথায় যায়? কী উঠলো এবার —কোথায় গেল পিতা?

কশ্যপ। ঐরাবত হস্তী। চলে গেল—দেবলোকে।

রাহু। আশ্চর্য্য!

(উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটকের উদ্ভব ও প্রস্থান)

কশ্যপ। ওঠে উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক—চলে দেবলোকে—

রাহু। আশ্চর্য্য! মদলিকা, মহুয়া দে—তীব্র। (কোষে তরবারির ঝঙ্কার দিয়া) দেবতা—আর দেবলোক! সাবধান পিতা—সতর্ক হও দেবতামণ্ডলী—

(বাঁমকাঁখে অমৃতের কমণ্ডলু লইয়া ধন্বন্তরীর উত্থান)

থামো—কে তুমি?

ধন্বন্তরী। আমি ধন্বন্তরী—কাঁখে অমৃতের কমণ্ডলু—

রাহু। যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

ধন্বন্তরী। দেবলোকে—

রাহু। স্তব্ধ-হও। তুমি যাবে দৈত্যলোকে। যদি বাধা দাও, দেবতামণ্ডলী, একসঙ্গে দৈত্যের লক্ষ কৃপাণ নেচে উঠবে—তোমাদের ধ্বংস করতে—

কশ্যপ। রাহু! শান্ত হও। ধন্বন্তরীর এখানে দাঁড়াবার শক্তি নেই, ঐ দেখ কাঁপছে—

রাহু। তা কাঁপুক। দেবলোক—দেবলোক! দৈত্যেরও একটা লোক আছে,—তার নাম দৈত্যলোক,—স্মরণ রেখো পিতা—

(ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ অস্ত্রোত্তোলন করিলেন)

কশ্যপ। ইন্দ্র—ইন্দ্র! তুমিও প্রলুব্ধ হলে!—ক্ষান্ত হও—

ইন্দ্র। আত্মরক্ষার জন্য আমি অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য পিতা! বিশেষতঃ ধন্বন্তরীর স্বাধীন চলার পথে বাধা দেওয়া, কখনই দৈত্যের পক্ষে সমীচীন নয়—দেবতার পক্ষে তো নয়ই। দৈত্যাধিপ রাহু যদি নিরস্ত না হয়—আমিও বাধ্য হব পিতা অস্ত্রধারণে—ধন্বন্তরীর পথ সুগম করে দিতে—

রাহু। হ্যাঁ, অস্ত্রধারণ করতে তুমি বাধ্য—আমিও বাধ্য। মন্থনলব্ধ হস্তী গেল—অশ্ব গেল— কোথায় ?—দেবলোকে। আর ধন্বন্তরী যাবে দৈত্যলোকে, তার জন্য দেবাসুরে দ্বন্দ্ব। লোকমাতা উদ্ধারের জন্য নয়।

ইন্দ্র। স্মরণ রেখো—রাহু! তুমি বন্ধুত্বের দাবী উপেক্ষা করছো।

রাহু। তুমিও স্মরণ রেখো ইন্দ্র! তুমিও বন্ধুত্ব ভঙ্গ করছো ন্যায়ের দাবী উপেক্ষা ক'রে। সুযোগের অবকাশে স্পর্দ্ধা তোমার সীমা ছাড়িয়ে উঠ্‌ছে!

ইন্দ্র। ন্যায়ের দাবী? সমুদ্র থেকে যারা উঠ্‌ছে—তারা দেবতার মতামতের অপেক্ষা না রেখে ইচ্ছামত পথে চলে যাচ্ছে। তাতে দেবতার কি অপরাধ, রাহু? তুমি অতিরিক্ত মহুয়া পান করে জ্ঞানশূন্য—মাতাল। তাই তোমার দেবদ্বেষ সহসা পূর্ণমাত্রায় পূর্ব্বস্মৃতি নিয়ে জেগে উঠ্‌ছে—আমাদের বিরুদ্ধে সুযোগ অন্বেষণে তোমার এ-একটা শান্তি-ভঙ্গের সৃষ্টি এবং যুদ্ধ অভিযানের ইঙ্গিত। স্পষ্টতঃ দৈত্যপতির এ একটা ঔদ্ধত্যের পরিচয়।

রাহু। হু! আমার ঔদ্ধত্য—আমার দেব দ্বেষ! আমি মাতাল—মহুয়া পান ক'রে। তবু দেবতার স্বার্থসাধনায় —সত্যভঙ্গের প্রয়াসী আমি নই। মন্থন আমার চাই। আমার সেই সত্য এবং স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দিও না।

ইন্দ্র। ধন্বন্তরী কাঁপছে! সদ্য সলিলোত্থিত ধন্বন্তরী দাঁড়াতে পারছে না ; ঐ দেখ, তার হেম-ললিত অঙ্গ থরথর কাঁপছে।

রাহু। কাঁপুক। ক্ষতি কি?

ইন্দ্র। তোমার মত্ত ইচ্ছার পোষকতা করতে পারি না। গমনশীল ধন্বন্তরীর পথ অবিলম্বে ছেড়ে দাও—নতুবা—

রাহু। নতুবা—পথ করে নাও। শক্তি থাকে ধন্বন্তরীর স্বর্গগমন পথ বাহুবলে করে নাও—

ইন্দ্র। দৈত্যের প্রতিরোধ ক'রে পথ কর দেবতাগণ! অস্ত্রধর —মাতাল দৈত্যের মাথার উপর।

রাহু। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! মাতাল দৈত্যের মাথার উপর অস্ত্র ধর দেবতা—তোমাদের ইন্দ্রের আদেশে। মদলিকা, মহুয়া দে—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—(অস্ত্র লইয়া উন্মত্তের ন্যায় বিঘূর্ণন করিতে লাগিল—দেবতাগণ তাহার অমিত তেজের নিকট অগ্রসর হইতে সাহস না পাইয়া অস্ত্রহাতে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল) ঐ দেখ, রাহু, অস্ত্রস্কন্ধে নিস্তব্ধ —নির্ব্বাক দেবতাবৃন্দ। বন্দী কর—

কশ্যপ। (দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া—দেবতার প্রতি) থামো— দেবতাবৃন্দ! স্বর্গীয় বিভায় যে দেবচরিত্র বিমণ্ডিত— তাকে বৃথা—বৃথা কলঙ্কিত কোরো না। যে সত্য পালনে —জীবনের আশঙ্কা থাকে না—সেই সত্যে আজ তোমরা ব্রতী—ব্রত উদ্‌যাপন করে—জগতে যশস্বী হও—বরণীয় হও। অযথা কলহে আত্মস্থ পরমপুরুষকে অপমান কোরো না—

ইন্দ্র। তারপর ধন্বন্তরীর উপায়?

রাহু। উপায়—উপায় আমার হাতে। ধন্বন্তরী যাবে দৈত্য-লোকে, নির্ব্বিঘ্নে—নির্ব্বিবাদে—

(জয়ন্তের প্রবেশ)

জয়ন্ত। কখনো নয়। কখনো নয়। যুদ্ধ কর দেবতা—

কশ্যপ। থামো—থামো—জয়ন্ত।

(ইন্দ্রানীর প্রবেশ)

ইন্দ্রানী। থামবে কেন? তাতে যে অপমান হবে দেবতার।

কশ্যপ। তা হয়—হবে মা, তবু থামতে হবে। আমি বলছি থামতে হবে। এখনো যে লোকমাতার উদ্ধার হয় নি?

ইন্দ্রানী। যারা ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দিতে পারে না—মহৎ কাজেও নীচতার অন্ধকারে ডুবে যায়—তারা করবে লোকমাতার উদ্ধার? পিতা—পিতা! লোকমাতা নেই—লোকমাতা নেই! যার অভাবে সমস্ত বিশ্বজুড়ে হাহাকার—যার বিরহে সমস্ত নারীজাতি বেদনা কাতর! যুদ্ধ কর দেবাসুর, সৃষ্টি ধ্বংস হোক্—ধ্বংস হোক তার মহিমা—ধ্বংস হোক্ তার বৈচিত্র্য।

জয়ন্ত। আমার হাতে অস্ত্র থাকতে, দৈত্যের দুর্ম্মদ বাসনা পূর্ণ করতে দেব না, মা। জয়ন্তের অস্ত্রাঘাত সহ্য কর দৈত্য—

(অস্ত্রাঘাত)

রাহু। (প্রতিঅস্ত্রাঘাতে জয়ন্তের অস্ত্র ফিরাইয়া বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাত ধরিল—জয়ন্ত কাঁপিয়া উঠিল) জয়ন্ত! যুদ্ধসাধ মিটেছে তোমার? (দুষ্ট গাল চড়াইয়া দিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—যাও—মায়ের কোলে যাও। ইন্দ্রাণী,

স্বার্থ বলি দিতে জানে—দেবতারা, তারা নিঃস্বার্থ। দৈত্যেরা জানেনা—তারা স্বার্থপর। তাই দ্বন্দ্ব বেঁধেছে। এর পরিসমাপ্তি হবে কোথায়? ঐ ধন্বন্তরীর কাঁপুনীতে —না তার দৈত্যলোকে গমনে? চুপ করে যে ইন্দ্রাণী, উত্তর দাও—তবু নীরব! বুঝেছি, তোমারও অন্তরে স্বার্থের মোহ দানা বেঁধেছে। বল—ইন্দ্র। ইন্দ্রাণীও থেমেছে।

ইন্দ্র। এর যোগ্য শাস্তি তুমি পাবে—দৈত্য।

রাহু। উত্তম। দেবতাদের বন্দী কর বাহু। কাঁপুক ধন্বন্তরী! মদলিকা—মদলিকা মহুয়া দে—তুই নাচ—কাঁপুক ধন্বন্তরী—

(বাহু দেবতাগণকে বন্দী করিল। ধন্বন্তরী পূর্ব্ববৎ কাঁপিতেছিল—রাহু সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সহাস্যে মহুয়া পান করিতে লাগিল)

ইন্দ্রানী। সোমলিকা! এইবার দে—সোম দে—বন্দী দেবতাদের সোম দে—ভীরু দেবতাদের সোম দে—নির্লজ্জ দেবতাদের সোম দে। নারায়ণ! তুমি কি দূর নীলিমার বক্ষে দাঁড়িয়ে দেবতার প্রতি ঘৃণার হাসি হাসছো না? কে আছ—আমায় একখানা অস্ত্র দাও। সমুদ্র! তোমার ত্যাগের বিনিময়ে দেবতার রক্ত-অঞ্জলি গ্রহণ কর—রাঙ্গা হয়ে উঠুক তোমার শীতল জল—দুর্ব্বার হোক্ তোমার ভীম গর্জ্জন—কাঁপিয়ে দাও তোমার তটভূমি, তোমার ফেনিল নির্ম্মম ধাক্কায়। প্রশান্ত, গম্ভীর, স্থির, উদাস,

মমতাহীন হে মহাসমুদ্র! তোমার অন্তস্থল উৎসারিত রত্নভাণ্ডার উন্মুক্ত করে না দিয়ে সেখানে বহ্নির বিরাট জ্বালা দাও—স্বার্থের হেমাবাস পুড়ে ছাই হয়ে যাক্—

ইন্দ্র। ইন্দ্রানী—

ইন্দ্রানী। থামো স্বামী। কর্ম্মের পরিচয়ে পুরুষ উজ্জল হয়—মহান হয়—। স্বার্থের গণ্ডীতে সৃষ্ট মহাযজ্ঞে আহুতি পড়ুক। জয়ন্ত—জয়ন্ত! একখানা অস্ত্র দে—(জয়ন্তের হাত হইতে অস্ত্র লইয়া) এসো দৈত্য, দেবেন্দ্রানীকে হত্যা করে তবে পাবে তোমার স্বেচ্ছাচারীতা চরিতার্থ করতে। (অস্ত্রোত্তোলন)

কশ্যপ। ক্ষান্ত হ' মা ইন্দ্রাণী। নারী তুই, জননী সকলের। তোর ঐ মাতৃশক্তির নিকট দানব যে ভস্ম হয়ে যাবে! ভগবানের ঈপ্সিত কার্য্য, সম্পন্ন হবে না যে মা?

ইন্দ্রানী। হবে—হবে, পিতা! আমার আত্মতর্পণে আবার মন্থনের নবসূত্রপাত হবে, নইলে এখানেই শেষ। বধ কর দৈত্য—ইন্দ্রানীকে।

রাহু। সরে যাও ইন্দ্রানী, আমি মহুয়ায় মাতাল, জ্ঞান শূন্য। তোমার মর্য্যাদা হয়তো রাখতে পারবো না। তোমার ভুবন নিন্দিত রূপ নিয়ে সম্মুখে এসো না, তোমায় দেখে আত্মবুদ্ধির বিস্মৃতি আসছে—তুমি চমৎকৃত হয়ে আমার সামনে দাঁড়িও না। হে বিশ্বজয়ী শাণিত কৃপাণ! আবার নেচে ওঠ—জেগে ওঠ মাভৈঃ রবে—

(তার বিরাট হুঙ্কারে মন্থনস্থল কাঁপিয়া উঠিল। সহসা

সমস্ত স্থান এক রঙ্গীন আলোকে উদ্ভাসিত হইল, শূন্যে চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল ও জলদ গম্ভীর স্বরে রাহুকে সম্বোধন করিয়া বলিল)

নারায়ণ। রে দৈত্য! মদগর্ব্বে উদ্‌ভ্রান্ত রাহু! মহুয়ার নেশায় কর্ত্তব্য ভুলেছো। লোকমাতার উদ্ধারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে—তুমি নিজের সত্যে পতিত হতে চলেছ! ভূলোক—দ্যুলোক—ত্রিলোক জানে, বীর শ্রেষ্ঠ-সত্যের পালক দৈত্যজাতি। আমি জানি, সেই দৈত্যের পরিচয় না দিয়ে—পিঠে ভীরুতার ছাপ মেরে—জাতির বুকে কলঙ্ক ঢেলে দেশে ফিরে যাবে না।)

রাহু। দেবো—দেবো—দৈত্যের পরিচয়। প্রতিশ্রুতি আর সত্যপালনে দৈত্য পশ্চাৎপদ নয়। জাতির কার্য্যে—বিশ্বের কার্য্যে আজ রাহু আত্মোৎসর্গে মাতাল—উন্মত্ত। কিন্তু স্বার্থপর দেবতার হেয় চরিত্রের ঘৃণ্য আচরণে আজ দৈত্য লজ্জিত—মর্ম্মাহত। রাহুকে কর্ত্তব্য স্মরণ করাতে দ্বিতীয় উপদেষ্টার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তুমি—কে?

নারায়ণ। চতুর্ভুজ নারায়ণ! সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী নারায়ণ।

রাহু। হও তুমি চতুর্ভুজ-সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী নারায়ণ! দৈত্যের তাতে ক্ষতি নেই। যদি সমদর্শী-হও—সূক্ষ্ম বিচারক হও—দেবদৈত্যে তোমার তুল্য দৃষ্টি থাকে—আবার ক্ষেপে উঠবে দৈত্য কর্ত্তব্যে—যেমন ক্ষেপে উঠেছিল মহুয়ায় ন্যায়ের বিধান দিতে—

নারায়ণ। শোন রাহু! আমি ধন্বন্তরীর গতিরোধ করলাম।

মন্থন অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত ধন্বন্তরী তোমাদের দৃষ্টির অতীত হবে না। সমুদ্র প্রচুর রত্ন দেবে রাহু—কারণ লোকমাতা উদ্ধার ভিন্ন এ মন্থনেরও শেষ হবে না। রাহু! মহাশক্তিতে মন্থনে আত্মনিয়োগ কর—টলে উঠবে বরুণের আসন—ফিরিয়ে দেবে লক্ষ্মীপ্রিয়ায়— (অন্তর্দ্ধান)

রাহু। তোমার আত্মতর্পণে নারায়ণ প্রসন্ন হয়েছেন, ইন্দ্রাণী। দেবতার বন্ধন খুলে দাও বাহু। এসো ইন্দ্র, পিতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে—মন্থয়ার তেজে সমুদ্রকে তোলপাড় করে দেই। উঠে আস্থক লোকমাতা, দিগন্ত আলো করে—

(ইন্দ্র ও রাহু কশ্যপকে প্রণাম করিল--কশ্যপ উভয়ের মস্তকে দুই হস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।)

দৃশ্য :—পাঁচ

আকাশ-পথ

নারদ। (নারদ বীণা বাজাইয়া গাহিতেছিল)

গান

পাগোল ভোলা—ভস্মমাখা ওহে জটাজুটধারী—
মুখে ববম্‌বম্‌ হুঙ্কার ভীষণ, শিরে জাহ্নবী বারি।
শবাসনে শিব শ্মশানবাসী
ভালে চাঁদের হাসি
গলে ফণিমালা, কানে ধূতরাফুল
ভাংখোর সিদ্ধচারী
হের শিব ত্রিনয়নে, নেচোনা পিশাচ সনে--
বগলে ডমরু বাজায়ে, জাগো জাগো ত্রিপুরারী॥

অবিরত মন্থন চলছে। মন্থনলব্ধ ধন সব দেবতার। দৈত্যও ভাগ পাবে—নারায়ণ বলেছেন। মন্থনের সংবাদ মহাদেবের অজ্ঞাত। যদি ভাংখোর ভোলানাথ শোনে—তুমুল আন্দোলন হবে, হুঙ্কার দেবে, দ্বিতীয় প্রলয় হবে। আমি দর্শক—মহানন্দে দেখবো। শিবকে অচিরেই সংবাদ দেব—এই বিশ্ব চমৎকৃত মন্থনের কথা তাঁকে জানাব। ওকে—মিত্র দেবতা? এই দিকেই আসছে! (মিত্রের প্রবেশ)

ওহে মিত্র দেবতা! এত শিগ্‌গির মহুয়ায় অরুচি ধরে গেল?

মিত্র। আরে—না-না-ঠাকুর! ও যে জিনিস—একখানা মদ বটে! দেবতার অসাধ্য ওর আবিষ্কার—বুঝেছ ভায়া?

নারদ। তাকি চিরকালের মত ঐ মদের বুকফাটা পিপাসা মিটে গেল নাকি?

মিত্র। যারা ওদের ঐ মদিরা পান করে ঠাকুর—তারা অন্য জগতের হয়ে যায়। যে মহুয়াপায়ী মহুয়ার সত্যিকার গুণগান গায়, দৈত্য তাকে নিকটের, আদরের করে নেয়। আমায় কি পরম যত্নেই রেখেছে তা তোমায় বলবো কি? নিত্য পূজার উপচার আনে, ভারে ভারে মহুয়া দেয়। কি আনন্দ!

নারদ। তোমার দেহের সর্ব্বত্র একটা মহাদৈত্য উঁকি মারছে। ভয় হয়, পাছে তোমার এই তিক্ত সঙ্গটা—আমাকেও ঐ পথের পথিক করে না বসে! আমি যাচ্ছি—

মিত্র। দাঁড়াও—ভয় নেই ঠাকুর। তা—যা বলেছ! এক

এক সময় তো তলোয়ার নিয়ে নিজেই লাফিয়ে উঠি—একাই কত রকমের যুদ্ধ করি—কেউ বিরুদ্ধে দাড়ায় না—কেউ যুদ্ধ দিতে আসে না। আশ্চর্য্য ভায়া! একটু উদরস্থ করলে বুঝতে পারতে কি জিনিস?

নারদ। হাঃ হাঃ হাঃ! ভয়ে বুঝি কেউ তলোয়ার নিয়ে এগোয় না—কেমন? তা-বেশ—বেশ করেছো মিত্র! আর মদলিকার নাচ গান? কম আনন্দ দেয় না নিশ্চয়!

মিত্র। ও! মদলিকার নাচগান? যদি দেখতে ভায়া—কি নাচ, কি গান—কি তার ভাব—কি সে রসের তরঙ্গ! সেদিন দেখেছিলে—সেই দৈত্য রাহুর প্রমোদ কক্ষে ভীতিবিহ্বল চক্ষে—আজ দেখতে চাও—দেখাই তোমায় এই স্বাধীন আবেষ্টনীর মধ্যে।

নারদ। আরে থামো-থামো। মদলিকা আর এখানে আসছে না! দৈত্য সম্রাটের আনন্দদায়িনী—মহুয়া প্রদায়িনী প্রধানা নর্ত্তকী সে! তোমাকেই সেখানে যেতে হবে। তা যেও—এতদিন তার নিকট রইলে—অমন সুন্দরী গায়িকা, একটা গানটান শেখোনি?

মিত্র। শিখেছি বই কি ঠাকুর? তা শুনবে? শোন—শোন—

(কৃত্রিম উত্তেজনায় গান ধরিল)

নারদ। মাটি করেছো এইবার। তা আজকের মত আমি চল্লেম মিত্র—কাজ আছে। ঐ নারায়ণ আসছেন—তাকে তোমার গান শোনাও। সে তোমায় বড় ভালবাসে। বেশ গানে প্রাণ দিয়ে গাইবে কিন্তু— (প্রস্থান)

মিত্র। বোকা ঠাকুর! সব মাটি করলে। আহা! গানটা শোনই। ভবঘুরে, দিনরাত কেন যে ঘোরে—ভাল বুঝতেই পারি না। মদলিকা আমার বেশ! রসিকা—গায়িকা—নৃত্যপটিয়সী—প্রেমময়ী—পিপাসায় মহুয়া-দায়িনী—বলিহারি নারী।

(নারায়ণের প্রবেশ)

নারায়ণ। মিত্র—মিত্র! আমার জন্য মহুয়া এনেছ?

মিত্র। একি নারায়ণ! তুমি—তুমি মহুয়া পান করবে? বৈকুণ্ঠের নারায়ণ তুমি! দেবতারা যা পান করে না—তুমি তা পান করবে? এ শুধু ঠাট্টা নয়, তিরস্কার! আর ঠাট্টা হলেও এর মত ভয়ানক ঠাট্টা আর নেই—

নারায়ণ। ঠাট্টা নয় মিত্র। এ হয়তো কঠোর সত্য। আমি অনেকদিন মহুয়া পানের আশায় তোমার পথ চেয়ে আছি। জানি, তুমি দিতে পারবে। আমার সঙ্গে দেবতার সম্বন্ধ কি? তোমারই মত পূজার উপচার গ্রহণ করতে করতে দিনরাত কেবলই হাবুডুবু খাচ্ছি। তুমি যদি একটু দিতে পার তোমার কেনা দাস হয়ে থাকব।

মিত্র। বাঃ বাঃ! চমৎকার নারায়ণ! আমি তোমায় প্রণাম করি। এইবার—তাহলে মদলিকাকে ডাকতে হ'ল—

নারায়ণ। ওঃ! তোমার সঙ্গে নেই! তা থাক্-থাক্, দরকার নেই। আচ্ছা মিত্র, তুমি ঐ মদলিকাকে বিবাহ কর না কেন? বেশ সুখে থাকবে দুজনে মহুয়ার আমোদে। দেবতা হয়ে থাকা মোটেই সুখের নয়। বুঝেছো-মিত্র

মিত্র। ধেৎ! বিবাহ করব ঐ মদলিকাকে? তা—মন্দ কি? দেখতেও বেশ—অপরূপ রূপসী। নাচের ভঙ্গীতে পাগোল করে দেয়! হেয়ালী ঐ নারী। দৈত্যনারী বিবাহ করব শেষে দেবতা হয়ে? তা কি হয়?

নারায়ণ। হাঃ হাঃ হাঃ! ক্ষতি কি? দিনকতক ওকে না হয় বিবাহ করে দৈত্য-জাতিটাকে মাতিয়ে রাখো। আবার তুমি যে স্বর্গের দেবতা—সেই দেবতাই থাকবে। ভয় কি?

মিত্র। ভয় নেই তো একটা বিচার আছে তো? মহুয়াটা বাস্তবিকই আমায় কেমন কেমন করে ফেলেছে—যাতে দেবতার পর্য্যায়ে থাকা আমার পক্ষে যেন ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠ্ছে!

নারায়ণ। সত্যিই তো আর বিবাহ নয়? এই দৈত্য রাহু যখন উর্ব্বশীকে নিয়ে কাননকান্তার মাতিয়ে তুলবে—তুমিও তখন দৈত্যনারী মদলিকাকে নিয়ে তার সামনে গিয়ে উপস্থিত হবে, বলবে ওকে আমি বিবাহ করেছি। দৈত্য দেখে কি করে, আমায় এসে বলবে।

মিত্র। বলছ তো তুমি নারায়ণ, কিন্তু আমায় জীবন্ত রাখবে তো? দৈত্যের সে কি চক্ষু—সে কি কঠোর হুঙ্কার! এমন কাজ হবে না—হবে না—

নারায়ণ। কেন, তুমি তো বলছিলে, দৈত্য তোমায় খুব ভালবাসে—

মিত্র। বাসে বটে! তাই বলে কি তাদের জাতির একটা

মেয়েকে আমার সঙ্গে বিবাহ দেবে? দৈত্য জাতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে তো?

নারায়ণ। তা বটে!

মিত্র। যেখানে আনন্দ সেখানে যেতে আমি মোটেই কুণ্ঠিত নই। দৈত্যটা একটু একটু ক্ষ্যাপা। তা মদলিকা আমায় পছন্দ করে—বড় সুন্দরী—বড়ই মাতাল। মত করবো—মত করবো তার।

নারায়ণ। বোঝা যাবে তখন—মিত্র দেবতার প্রেম কি সাংঘাতিক? দেখা যাবে দেবতারও একটা বৈশিষ্ট্য?

মিত্র। শুধু দেখা? বুঝতে পারলাম না তোমার এ দেখার তাৎপর্য্য। তা যাই হোক্,—দেখি, কি করতে পারি। মদলিকা! তুমি মত কোরো—তুমি মত কোরো—
(প্রস্থান)

(মলিন পাংশুবদনে বরুণের প্রবেশ)

বরুণ। হে ভক্তবৎসল নারায়ণ! দীনের প্রণাম গ্রহণ কর।
(প্রণাম)

নারায়ণ। একি বরুণ! তোমার এ দীন বেশ কেন বরুণ? দেবলোকে হঠাৎ কি মনে করে? বল—বল—বরুণ, আমায় আর চিন্তাকুল রেখোনা—

বরুণ। জগৎপতি হৃষিকেশ! তুমি সর্ব্বজ্ঞ। তোমার অবিদিত কি আছে ভগবান? বিপদবারণ মধুসূদন! বিপদে ত্রাণ কর—রক্ষা কর—

নারায়ণ। বরুণ! তোমার অবস্থা দেখে আমি দুঃখিত হচ্চি। কিন্তু বুঝতে পাচ্ছি না তোমার ভাষা—কী তার মর্ম্ম?

বরুণ। কেশব! তুমিই ব্যবস্থাপক আবার তুমিই মারক। তুমিই দিয়াছ ইন্দ্রে স্বর্গ যমে সঞ্জীবনীপুর—কুবেরে কৈলাস। আর আমায় করেছ জলধির অধিশ্বর। অবিরত ঘর্ষনের ফলে—আমার রাজ্য লণ্ডভণ্ড— জীবজন্তু সমুদায় মৃত। অজস্র মন্থনে—গৈবিকস্রাব ও বিষজ্বালায় সমস্ত জলরাশি মথিত—বিদগ্ধপ্রায়। আমার তিলার্দ্ধও দাঁড়াবার স্থান নেই। স্থান দাও প্রভু—

নারায়ণ। কিন্তু পদ্মবনের কুশল তো বরুণ?

বরুণ। পদ্মবন! না প্রভু, পদ্মবন এখনও ধ্বংস হয়নি। কিন্তু এতক্ষণ বোধ হয় সাধের সে পদ্মবনও পুড়ে ছাই হয়ে গেল! রক্ষা কর প্রভু।

নারায়ণ। লোকমাতা উদ্ধারের জন্য সমুদ্র-মন্থন বরুণ। দেব, দৈত্য, যক্ষ, নাগ, কিন্নর সমবেত হয়েছে তাই সমুদ্র-মন্থন। বাসুকীনাগের রজ্জু—মন্দর মথ—অগ্নিজ্বালার এখনি কি হয়েছে! যতক্ষণ লোকমাতার উদ্ধার না হবে—সমুদ্রের অণুপরমাণু পর্য্যন্ত সেই বিষে পুড়ে যাবে। চাই লোক-মাতার উদ্ধার—

বরুণ। আদেশ কর, নারায়ণ! বল—কোথায় আছে লোক-মাতা? যদি সমুদ্র অন্তরে সেই মহাদেবী থাকেন, তন্ন তন্ন করে খুজে এনে তোমার ঐ শ্রীপদে অর্পণ করব। অসহ্য জ্বালা আর দিওনা প্রভু। ভৃত্য বরুণ করযোড়ে তোমার

অভয় পদে মাথা খুঁড়ছে—তাকে বাঁচাও—ভীষণ আলোড়ন থেকে সমুদ্রকে বাঁচাও—

নারায়ণ। পদ্মবনে যে নারী জন্মেছে—তাকে এনে আমায় উপঢৌকন দাও—পারবে বরুণ? তা যদি পার—সমুদ্র-মন্থন বন্ধ হবে—

বরুণ। কেন পারব না—দয়াময়? অপূর্ব্ব কন্যা জন্মেছে—পদ্মবনে। তাঁর রক্ষার জন্য আমি সকলপ্রকারে যত্ন নিয়েছি। কিন্তু দুর্ব্বার মন্থনের ভয় আমাকে নিশ্চিন্ত হতে দেয়নি। আজ নারায়ণ পদে সেই কন্যারত্ন উপঢৌকন দিয়ে আমি কৃতার্থ হব। অভয় পেয়েছি—আর আমি মন্থনের ভয় করি না। নারায়ণ! ঐ কন্যাই কি আমাদের লোকমাতা—বিষ্ণুপ্রিয়া—জননী ত্রিলোকের!

নারায়ণ। হ্যা, হ্যা, বরুণ। তার জন্যই তো তোমার আমার সকলের এই দুর্দ্দশা। তুমি তাকে পরম যত্নে রেখেছো—তোমার রাজ্যে। এত যত্ন সে বৈকুণ্ঠেও পায় না।

বরুণ। ধন্য আমি নারায়ণ। আজ যাঁর রত্ন তাঁকে ফিরে দেব। নাও প্রভু, সর্ব্বরত্নসার এই কৌস্তুভমণি—বরুণের পুলক সিঞ্চিত হৃষ্টচিত্তের উপহার। (নারায়ণের গলে অর্পণ করিল)। পদ্মবন আলোকরা মহাদেবী ত্রিলোকের অন্ধকার দূর করতে আবার আসবে তুমি, নারায়ণ ভুজ

পাশে তোমার মহিম্ন সম্পদ নিয়ে। আসি দয়াময়—

(প্রণাম ও প্রস্থান)

নারায়ণ। যাও বরুণ। এইবার সমুদ্র-মন্থন শেষ হল—ত্রিভুবন শান্ত হবে—শান্ত হব আমি। লক্ষ্মী—লক্ষ্মী—! তোমার আনন্দ আগমনী গানের জন্য সখীদের ডাকি—সহচরীদের ডাকি— (প্রস্থান)

(উর্ব্বশীর প্রবেশ)

উর্ব্বশী। নাচ ও গানের মত্ততায় আমি মেতে থাকি সদা। আমার হাসিতে রত্নবৃষ্টি হয়—সারা ভুবন মাতোয়ারা হয়। আমার কান্নায় পুষ্প ঝরণা বয়ে যায়—তার কোমলতায় নিঝুম আবেশ আসে। নন্দনকাননের রূপ-আকাশে প্রধানা অপ্সরা আমি—চলেছি মহাদৈত্য সকাশে—ভয় চাঞ্চল্যহীন আমার এই দৃষ্টি মাধুরী—দৈত্যের চোখে মদির ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেবে।

(জয়ন্তের প্রবেশ)

জয়ন্ত। উর্ব্বশী! সকলেরই ধারণা সমুদ্র হতে এইবার লোকমাতা উঠবে। অথচ এই শুভ মুহূর্ত্তে তুমি পালিয়ে এসেছো এখানে ?

উর্ব্বশী। পুরস্কারের লোভে আবার সেখানে যাব। স্বর্গের অপ্সরা আমি—প্রথম পেয়েছি পুরস্কারের লোভ—তারপর সমস্ত দেবতার সাথে সাথে আমরাও অমর হব—সে আশায় বুকখানা নেচে উঠ্‌ছে দেবকুমার !

জয়ন্ত। এদিকে সব দেবতাদের কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসছে—আর

তোমার বুক নেচে উঠ্‌ছে—অজানা আনন্দের নেশায়।
দূর হোক্—কুসুম-কোমল অপ্সরার জন্ম হয়েছে—ফুল-পাপরীর বুকে ব'সে নাচগানের হাসি রচনা করতে। দূর হোক্— (প্রস্থান)

উর্ব্বশী। অমৃত উঠেছে—মন্থনে। চিরদিন হাসব—অমৃত পান করে দিব্য দেহরাগ নিয়ে বিশ্বকে আমরা হাসিয়ে দেবো—। জয়ন্ত! তোমার মুখেও সে চিরহাসির বিদ্যুৎ খেলবে—তুমিও মধুমোহে বঞ্চিত হবে না। সমুদ্র আজ কোটি হস্ত নিয়ে তার হৃদয়ের সংখ্যাতীত রত্নরাজি বিলিয়ে দিচ্ছে—স্বর্গের শোভা মাধুরী মণ্ডিত করে দিতে। তা যাক—আমার এই অতুল কমনীয় সৌন্দর্য্য ছটা—মহাসুরেব কঠোরতায় ভাস্বর, দিকোজ্জ্বল করে তুলব আমি—তুলব। তবে আমার নাম উর্ব্বশী।

(অপূর্ব্ব নৃত্যসহকারে গান)

হারিয়ে যাবে সকল দিশা.
পালিয়ে যাবে মাতন তৃষা।
সুধার সুরসে অমিয় রাগে,
রঙ্গীন হরষে হিল্লোল জাগে,
পথের রেখা দেখে নে দেখে নে,
ভাঙ্গবো আজি কাল নিশা॥

(প্রস্থান)

(নারায়ণের পুনঃ প্রবেশ)

নারায়ণ। নারদের কাছে কৃত্তিবাস সমুদ্র-মন্থনের সংবাদ

পেয়ে ছুটে আসছে—ঐ ডমরুধ্বনি কৈলাস মুখর করে তুলল।
সমুদ্রের বিষজ্বলা এইবার যাবে—বরুণ —যাবে—

(সহসা এক উজ্জ্বল আলোকে সর্ব্বস্থল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। লক্ষ্মী ধীরে ধীরে সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া এখানে আসিয়া দাঁড়াইল ·· ······ তাহার সিক্ত বস্ত্র হইতে বিন্দু বিন্দু জল নীচে পড়িতে ছিল—পশ্চাতে দৈত্য প্রভৃতি হৈ হৈ রৈ রৈ রবে দিক্‌চয় মুখরিত করিয়া তুলিল। নারায়ণ লক্ষ্মীকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। ক্ষণকাল স্থানটি নীরব থাকার পর নারায়ণ স্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন।)

নারায়ণ। লক্ষ্মী—লক্ষ্মী—

লক্ষ্মী। নারায়ণ—নারায়ণ! প্রিয়তম!

নারায়ণ। লক্ষ্মী, আজ তুমি শ্রান্ত— আমি শ্রান্ত- -সমুদায় লোক শ্রান্ত—অবিরত মন্থনে।

লক্ষ্মী। মন্থন! সে কি প্রিয়তম?

নারায়ণ। তোমার জন্য লক্ষ্মী- সমুদ্র-মন্থন করতে হয়েছে—তবে তোমায় পেয়েছি। সমুদ্র-মন্থনে শ্রান্ত—ক্লান্ত তোমার সন্তানগণ--তোমায় অভিবাদন করছে—তোমার স্নেহাশীর্ব্বাদে তাদের মস্তক সিঞ্চিত কর।

লক্ষ্মী। তোমাদের লোকমাতা ফিরেছে সন্তানগণ। অভি-শাপের কর্দ্দম সমুদ্র ধুয়ে দিয়েছে। নির্ম্মল শান্তি লাভ কর তোমরা—শান্ত স্থির জগৎ—শান্ত শীতল সমুদ্র—শান্তিময় হোক্—

নারায়ণ। শ্রান্ত দেবী—শান্তি লাভ কর। সখী—সখী—
দেবীর চোখে সুপ্তি এনে দাও তোমাদের গানের সুরায়—

(সখীগণের প্রবেশ)

(গান)

এলো ফিরে জননী অতন্দ্র হে সজনী!
এলো ফিরে অভয়া স্বর্গের সুরধনি!
অঙ্গে অঙ্গে হিম কনা
নিঝুম সলিল সোনা
মোদের দেহে লুটাও তনু, ঘুমাও দেবী তুমি অতনু।
হে দেবী! স্বর্গের আলো—দিব্য বরণী
পদ্মবনের মধ্যমনি, মুক্ত তুমি হে জননী!

দৃশ্য ঃ—ছয়

কৈলাসপর্ব্বত

(মহাদেব নন্দীভৃঙ্গী পরিবৃত শিখর চূড়ায় আসীন। নারদ সমুদ্র-মন্থনের নিমন্ত্রণ সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল)

(গান)

অগাধ জলধিতলে—জলধিতলে—
কে জাগে কে জাগেবে পদ্মবন উজলে।
পাগল ভোলা শ্মশান শ্মশান ঘোরে।
বিভোর বিভুল ধ্যানে ফুঁকে শিঙা তোড়ে,
সমুদ্র-মন্থন—লক্ষ্মীর কারণ,
বারিধি বুকে কি নাচন চলে—চলে॥

মহাদেব। নারদ! তোমার গান শুনে আমি মুগ্ধ—বিস্ময়াবিষ্ট! লক্ষ্মীর তিবোধানের কারণে বিরাট সমুদ্র-মন্থন হয়ে গেল—কৃত্তিবাসের কাছে নিমন্ত্রণ এলো না। আমি প্রলয় ঘটাব—শোন নারদ—বিশ্বের কাছে বল—আমি প্রলয় ঘটাব—

(ইন্দ্রানীব প্রবেশ)

ইন্দ্রানী। বিশ্ব বধির কৃত্তিবাস। তুমি পাব প্রলয় ঘটাও—আমি তোমায় মুক্ত হস্তে আশীর্ব্বাদ কবব—আমার নারীশক্তির দ্যোতনা নিয়ে। দেবদৈত্যের মহাসংঘর্ষ এই সমুদ্র-মন্থনের ফলে—শুধু একটা অকর্ত্তব্যের বিষঝড় বহিয়ে দিয়ে গেল—তুমি তাব ইন্ধন যোগাও নারায়ণেব মত—তোমার বিবাট ক্ষমতা প্রয়োগে—

মহাদেব। ইন্দ্রানী। কৃত্তিবাসকে ভুলে গেল দেবতা মণ্ডলী? ভক্ত দৈত্যগণ দেবতাব প্ররোচনায় মুগ্ধ, আত্মবিস্মৃত হয়ে আমাকেও ভুলে গেল। আশ্চয্য নয়। লোকমাতার হয়েচে উদ্ধাব—কিন্তু শোন ইন্দ্রানী- আমার আদেশে আমার জন্য আবার সমুদ্র-মন্থন হবে। মন্থন লব্ধ মহারত্ন আমি গ্রহণ করব—আর কারো তাতে অধিকাব নেই। নারদ,—মন্থনস্থলে অবিলম্বে সংবাদ,পাঠাও—

নারদ। এবার তাহলে মন্থনে আমাদের লহব খেলে যাবে। এসো কৃত্তিবাস। (প্রস্থান)

ইন্দ্রানী। হে উমাপতে! আর মন্থনের প্রয়োজন নেই। তুমি তোমার মহাশূল নিয়ে দেবাসুরের স্বার্থের মাথায়

আঘাত কর—তাদের অস্তিত্ব গুড়ো হয়ে যাক। তুমি নবস্বর্গ সৃষ্টি করে সেখানে নূতন দেবতা গড়ে তোল—ভেঙ্গে পড়ুক হিংসার সৌধচূড়া—চূর্ণ হোক সর্ব্ব অহঙ্কার।

মহাদেব। শান্ত হও ইন্দ্রানী। আমার আদেশে দেব দৈত্য আবার সমুদ্র-মন্থন করবে। হয় প্রলয়—না হয় মহাশান্তি। বববম ববমবম—

(সানুচর প্রস্থান)

ইন্দ্রানী। আমিও তো তাই চাই কৃত্তিবাস। দেবদৈত্যের দ্বন্দ্ব উমাপতি ছাড়া কেউ বন্ধ করতে পারবে না। এইবার এই শেষবার এই লোমহর্ষণ মন্থনের কঠোর শ্রমে ভেঙ্গে পড়বে দেবদৈত্য—লালসা কামনার উদ্দাম বেগ ঝিমিয়ে পড়বে—হয়তো দুই জাতির এই বিদ্রোহাগুণ চিরতরে নিভে যাবে—

(জয়ন্তের প্রবেশ)

জয়ন্ত। মা! তুমি এখানে। সমুদ্র হতে লোকমাতার উদয় দিনে, তুমি এখানে! মহানন্দের কলরোলে স্বর্গ উচ্ছসিত —আর তুমি এখানে? মহাদেবীকে প্রণাম করতেযাবে না?

ইন্দ্রানী। হ্যা, প্রণাম করবো বই কি জয়ন্ত! কিন্তু তুমি সেই আনন্দের লীলাভূমি ছেড়ে এখানে কেন বৎস? যদি এসেছো জেনে যাও—দেবতার আত্মম্ভরি এবং স্বার্থের পরিণামে এইবার পূর্ণাহুতি পড়বে। এইবার দেবতা

বুঝবে—কৃতকর্ম্মের নিদারুণ ভবিষ্যৎ কেমন করে ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দেয়—কেমন করে অনুতাপ প্রায়শ্চিত্তের মর্মদাহী গ্লানি এসে স্বর্গটাকে ছেয়ে ফেলে—কেমন করে শূলপাণির ক্রোধ বহ্নি সমুদ্রের বাষ্পে বাষ্পে জ্বলে ওঠে—আর তার উত্তপ্ত ফেনিল শ্বাস—দেবদৈত্যকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়—

(প্রস্থান)

জয়ন্ত। আসুক মা সেই প্রলয়ঙ্কর শিব। তার সর্ব্বধ্বংসী ত্রিশূল সর্ব্বজ্বালাপহতক মহাশূল নিয়ে বাসুকীর বিষ-নিঃশ্বাসের মেঘ গর্জ্জনের সঙ্গে মিলিত হয়ে মহাসমুদ্রের বুকের উপর একটা জ্বলন্ত অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করুক। যাতে জলধির পোড়া বুকে—জলজীবনের চিরসমাধি হয়। মুক্তির স্বর্গ মন্থনের সাথে সাথে নূতন হয়ে গড়ে উঠুক।

(প্রস্থান)

দৃশ্য ঃ—সাত

উপত্যকা-কানন

(উর্ব্বশী হাতছানি দিতে দিতে অগ্রে প্রবেশ করিল—পশ্চাতে রাহুর প্রবেশ।)

রাহু। ও কি নারী? তুমি থাকবে দূরে দূরে, আর আমায় নিয়ে এলে কি সেই দূরত্বের মাপ রাখতে?

উর্ব্বশী। মদনের পুষ্প যে তোমার বক্ষে। তোমায় রাখবো কাছে কাছে—দূরে নয়।

রাহু। তোমার আলিঙ্গনে অসুর ক্ষিপ্ত, সুন্দরী। তোমার ওষ্ঠ

মধুপানে অসুর পাগোল। এসো ধরা দাও—আমার এ মুগ্ধ পিপাসার্ত্ত বক্ষে এসো নারী। আমি যুগের পর যুগ তোমার মোহসুরা পান করে মাতাল হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

উর্ব্বশী। মলয় মারুত হাসছে। বিকচনলিনী কুঞ্জে বাসর পেতেছে—সৌরভে বাসর মেতেছে। হে পুরুষ! তুমিও মাত মদন বিহ্বলে—ব'স ঐ শ্যামলী সেফালীর দুর্ব্বার গাঁথুনিতে রচা পুষ্প তারার কোমল আসনে।

রাহু। বিশ্বাসে ভুলে—তোমার কটাক্ষে মোহিত হয়ে ছুটে এসেছি আমি দৈত্য সম্রাট রাহু! একি সত্য নারী?

উর্ব্বশী। হ্যা, সত্য। তুমি এখানে ব'স—আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেই। তোমার শ্রান্তি দূর করে আমার বক্ষে তোমায় টেনে নেবো—তোমার প্রেমের পিপাসায় আমি হ'ব সুবাসিত সলিল।

রাহু। আঃ! চমৎকার তুমি! চমৎকার তোমার রূপ-পিপাসা। তুমি অতি সুন্দরী, তুমি কোমল—তুমি স্নিগ্ধ,তুমি সুগন্ধ সুরভিত একটি জীবন্ত ছবি! এত পুলক তোমাতে আছে নারী—যাতে বিমুগ্ধ আত্মহারা আমি।

উর্ব্বশী। প্রিয়তম! চোখে ঘুম নেই! জেগে জেগে তোমার ক্লান্তি এসেছে, এবার তুমি ঘুমোও—

রাহু। এ নব বসন্তের রঙ্গীন উৎসবে শুধু জেগে রয়েছি আমি আর তুমি। তোমার রচিত বাসরে মাদকতা কই—মহুয়ার

মত্ততা কই? সুন্দরী, তোমার অধর সুধায় উন্মত্ত আমি—কই—কই তোমার কমলানন—কই তুমি?

উর্ব্বশী। এই তো আমি—তোমারই বুকের কাছে। তুমি পুরুষ—আমি নারী, তুমি নায়ক—আমি নায়িকা। এই নাও বাহুলতা—এই নাও অধরোষ্ঠ—দেখ কতমধু এতে আছে—(হাত দুখানি তুলিয়া ধরিল)

রাহু। আমার অতৃপ্ত বাসনা মিটিল তোমার স্পর্শে নারী। কি মোহ—কি মধু তোমার অধরে। নারী, নারী, জাগো —আমার বক্ষে বক্ষ দিয়ে অনন্ত যুগ জাগো—

উর্ব্বশী। আমাদের দেখে হিংসা করছে বল্লভ! ঐ দেখ— —গন্ধরাজ পাতার আড়ালে মুচকি হেসে—ওকে— সরিয়ে দাও—

রাহু। গন্ধরাজ হাসছে? কই? না—না—নেশা যে ভেঙ্গে যাবে। আমি নড়বোনা—জীবনভোর তোমার কণ্ঠে কণ্ঠ রেখে এমনি কাটিয়ে দেবো। গন্ধরাজ হাসুক— সকলে হাসুক— ক্ষতি নেই শুধু তুমি আর আমি।

উর্ব্বশী। হাওয়ার বেগে বেতস লতাটা কেমন নুয়ে পড়ল— ফাঁক্ পেয়ে ঝাউ এর শাখা ওকে একটা আচর দিয়ে ফিরে গিয়ে দেখে—নিজের গায়ে কাঁটা ফুটেছে। কি নির্ব্বোধ ঐ ঝাউ শাখাটা?

রাহু। (উর্ব্বশীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া) কি নির্ব্বোধ ঐ ঝাউ শাখাটি! ওদের আমোদে ওরা থাক্। তুমি গাও— বহুদিন গান শুনিনি—তুমি গাও—গাও সুন্দরী—

উর্ব্বশী। (গান) ফুলশাখে আমায় দে দোল।
মধু আশে আজ কাননে, উঠলো কলরোল॥
পাখনা মেলি রঙ্গীন-ভ্রমর
ছোঁয়ায় আসি অধরে অধর,
নাচে বনফুলে, দুলে দুলে,
নতুন হয়ে আজ মধুপানে মুখ তোল॥

(মদলিকা অপূর্ব্ব নৃত্যগীতে সেই স্থান মুখর করিয়া
উপস্থিত হইল, সঙ্গে মিত্র)

(গান)

দীনতা হীনতায় মজিলে আপনি—
হে দৈত্যশিরোমণি!
ডুবাইলে আপনারে—আপনার ধরণি!
দেখনা চাহি দূরে—দেবতার বিজয় নিশান,
মলিন দৈত্যকীর্ত্তি—পতিত ধ্বজা স্তব্ধ বিষাণ!
মন্দ্রিত নাদে, রুদ্র তেজে জাগো, দাও শবণি—
দাও—দাও অসুর কর্ণে দীপ্ত-অভয় ধ্বনি॥

(নৃত্যের উন্মাদনা ও গানের দীপ্ত তেজ রাহুকে সচকিত করিয়া দিল। তাহার উন্মেষণা জাগিল। সে ধীরে ধীরে নিজেকে উর্ব্বশীর বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া সোজা হইয়া বসিল। তাহার মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে তেজের আভা প্রতিভাত হইয়া উঠিল। সে সিংহনাদে গর্জ্জিয়া উঠিল। ততক্ষণে উর্ব্বশী অদৃশ্য হইয়া গেল।)

রাহু। অসুর তেজে মাতোয়ারা কেতুই বামা? অসুর

বিক্রমের নৃত্যলীলা সহায়ে এসেছিস্ তন্দ্রাচ্ছন্ন অসুরকে জাগাতে!—দেখ দেখ—সুন্দরী, অসুর নারীর নৃত্য—যা কখনো চোখে দেখনি—যা মৃতে প্রাণ সঞ্চার করে। তুলনা কর নারী—তোমার ঐ ঢলঢল অঙ্গের অলস নাচের সঙ্গে—একি! সুন্দরী কোথায়? তবে কি কুহকিনী, মোহে প্রলুব্ধ করে—প্রতারণায় একটা মনোহর মিলনস্পৃহাকে বিষাক্ত করে দিলে! কে তুমি অজ্ঞাত ছলনাময়ী বাক পটিয়সী মোহিনী নারী?—সাড়া দাও—! লুব্ধ অসুর! মায়াবিনীর মায়ায় আত্মবিস্মৃত হয়েছো! আমার তরবারি—যেখান থাক্ ঐ পাপিনী—ওর মায়াচ্ছন্ন নশ্বরকান্তি রূপমদিরাবিভ্রান্তকারী দেহটাকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে—কুকুর লেলিয়ে দেব—ধিক্ তোমার নারীত্বে!

মদলিকা। মোহ কেটে গেছে সম্রাট! মহুয়া পান করুন।

(রাহু মদলিকার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল)

বিলাসের দাসী—সে নারী পালিয়েছে সম্রাট!

রাহু। কে ঐ নারী—মদলিকা? বিলাসমদে বিভোর করেছিল আমায়—দৈত্যপতি—সম্রাট রাহুকে?

মিত্র। দৈত্যপতি! ও নারী হচ্ছে স্বর্গের প্রধানা অপ্সরী উর্ব্বশী। ওকে দেখে ভুলে গেলেন আপনি দৈত্যসম্রাট হয়ে!

রাহু। হ্যা, ভুলে গেলুম দৈত্যসম্রাট হয়ে। মস্ত ভুল করেছি আমি। তুমি কে? মিত্র? তুমি দৈত্য-

সম্রাটকে উপদেশ দিতে এসেছো! কি স্বার্থ তোমার? দেবতা তুমি।

মিত্র। আমি দেবতা হলেও—আমি মহুয়া পান করি সম্রাট।

রাহু। তুমি দেবতার একটি ঘৃণ্য জীব। তাই তোমার মহুয়ায় আস্থা! প্রকৃত দেবতা যারা তারা মহুয়া পান করে না!

মিত্র। আমি মদলিকাকে যথারীতি বিবাহ করেছি, সম্রাট!

রাহু। ভুল করেছো মিত্র। অমার্জ্জনীয় অপরাধ তোমার। দেবতা হয়ে দৈত্যনারীর পানিগ্রহণ করেছো—তুমি গুরুতর অপরাধী। সোজা হয়ে দাঁড়াও—আমি তোমাকে হত্যা করব—(অস্ত্রাঘাতে উদ্যত—বাহুর প্রবেশ)

বাহু। কিন্তু তার পূর্ব্বে আপনার সম্মুখে মহৎকার্য্য রয়েছে রাজা! যা আপনি ফেলে এসেছেন, অবহেলে—আত্মসম্মান ডুবিয়ে দিয়ে—

রাহু। যা আমি ফেলে এসেছি, অবহেলে আত্মসম্মান ডুবিয়ে দিয়ে—তুমি কি বলছ বন্ধু?

বাহু। ঠিকই বলছি সম্রাট। আপনার মঙ্গলের জন্য—সমগ্র দৈত্যজাতির মঙ্গলের জন্য ছুটে এসেছি আমি। বন-জঙ্গল-পাহাড়-পর্ব্বত সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি—এখনও সময় আছে, ফিরুন—

রাহু। মার্জ্জনা কর বন্ধু। আমি ফিরেছি। কিন্তু আমার স্মরণ হচ্চে না। বল—বল—বন্ধু, কিসের গুরুভার আমার উপর ছিল?

বাহু। লোকমাতার উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে—আপনি একটি নারীর সঙ্গে চলে এসেছেন—মনে পড়ে ?

রাহু। পড়ে—পড়ে—বন্ধু। সমুদ্র-মন্থন অবসান। কিন্তু আমি এখানে—বল—বল—বাহু, ধন্বন্তরী কোথায়—আর তার কাঁখে অমৃতের কমণ্ডলু—ঠিক আছে সব ?

বাহু। এতক্ষণে বোধ হয় ভাগ শেষ হ'ল! দৈত্য বঞ্চিত হবে সে ভাগে—শুধু দৈত্য সম্রাট বাহুর চিত্তচাঞ্চল্যে—কর্ত্তব্যের শৈথিল্যে—

রাহু। কী? বঞ্চিত হবে অসুর। অমৃতের ভাগে! স্বপ্ন দেখেছো-বাহু ?

বাহু। কিন্তু সে স্বপ্ন সত্য হতে চ'লল—

রাহু! কখনোই নয়। অসুর সম্রাট রাহু এখন ও জীবিত। এক রাহুর অভাবে দেখছি সমগ্র দৈত্যজাতিটা পঙ্গু, মূক হয়ে জাতীয় মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দেয়—বীর্য্যে খাটো হয় দেবতার কাছে। রাহুর একটি মাত্র হুঙ্কারে যে জাতি একটা নূতন জগতের সৃষ্টি করতে পারে, সে জাতি আজ পাষাণের মত নিশ্চল—রোগীর মত দুর্ব্বল। মহুয়া দে মদলিকা,—মুক্ত তুমি মিত্র! আমি তোমায় মার্জ্জনা করলুম, এই ভেবে, তোমার সঙ্গে দৈত্যের মিত্রতায় বিবাহে আবদ্ধ হওয়ায় দেবতার অন্তরাত্মা ছটফট করে উঠবে—দৈত্যের উপর দেবতার ঘৃণা এবং ক্রোধ বহ্নি আরো তীব্র হয়ে জ্বলে উঠবে। মদলিকা, মহুয়া দে। খেপে ওঠ অসুর। দুর্বার বিক্রমে আবার

দেবদ্বন্দ্বে লাফিয়ে পড়—অধিকার কর আপনার ন্যায্য ভাগ, বাহুবলে —

(প্রস্থানোদ্যত—জয়ন্তের প্রবেশ)

জয়ন্ত। দৈত্য সম্রাট! সমুদ্রমন্থনে ঘোরতর বিপর্য্যয় উপস্থিত—

রাহু। দেবতার দুরভিসন্ধিব বোধ হয় নব নিমন্ত্রণ নিয়ে এসেছো---জয়ন্ত! দৈত্যকে ফাকি দিয়ে অমৃত লুঠ করছো —দৈত্য আর তোমাদের বিশ্বাস করবে না। বল— ধন্বন্তরীর সংবাদ কি ?

জয়ন্ত। ধন্বন্তরী ঠিকই আছে সম্রাট! নব বিপদের ঘন অন্ধকার মন্থনকারীদের শ্রান্ত মাথার উপর নেমে এসেছে —চলুন দৈত্যাধিপ তার সমাধানে—

রাহু। যার জন্য মন্থন তার তো মুক্তি হয়েছে, তোমাদের কূটচক্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই—তাই বল—(আশ্চর্য্য হইয়া জয়ন্তর দিকে চাহিয়া রহিল।)

জয়ন্ত। স্বয়ং কৃত্তিবাস তার সাঙ্গোপাঙ্গ সহচর পরিবৃত হয়ে মন্থনস্থলে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর আদেশে আবার সমুদ্র-মন্থন করতে হবে—উপায় নেই দৈত্য সম্রাট!

রাহু। তাই প্রয়োজন রাহুর সাহায্য। কর—কর—সমুদ্র-মন্থন—মহাদেবে পরিতুষ্ট কর দেবতা। সাধ্য থাকে—ঐ অমৃতের ভাগে তাকেও বঞ্চিত কর। প্রবঞ্চক দেবতা, কর মন্থন।

জয়ন্ত। মতিভ্রমে চলে এসেছেন দৈত্য সম্রাট, বৃথা দেবতাকে

ধিক্কার দিচ্ছেন। দেবতা প্রবঞ্চক হতে পারে—বিশ্বাস-ঘাতক হতে পারে—কিন্তু দৈত্যের শক্তি ও সরলতার কাছে দেবতাশ্রেষ্ঠ বিশ্বেশ্বর বশীভূত। বেলের পাতায় দৈত্য তাঁর চিত্ত জয় করেছে—তাই তিনি দৈত্যকে আহ্বান করছেন—তার আদিষ্ট মন্থনে সাহায্য করতে। তার আদেশ পালন করা দৈত্যসম্রাটের কর্ত্তব্য নয় কি?

রাহু। কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য দৈত্য নিজে সে বিচার করবে—জয়ন্তের কাছে পরামর্শ নিতে সে উপযাচক হয়ে দাঁড়ায় নি। বিশ্বেশ্বরের চরণে অঞ্জলি দিয়ে দৈত্য আবার সমুদ্র মন্থন করবে। দেবতা এইবার দেখবে অসুর বলের অনবদ্য কর্ত্তব্য—সমগ্র লোক অসুরশক্তির পদতলে লুটিয়ে পড়বে—আবার ত্রিলোকের শীর্ষস্থানে অসুরের বিজয় বাদ্য বেজে উঠবে—অসুরের অস্তিত্ব-প্রতিপত্তি মেঘমন্দ্রের বিদ্যুৎঝলকে হেসে উঠে—দেবতাকে বিস্ময় বিমূঢ় করে তুলবে। দেবতার ঘৃণ্য এই অসুর জাতি তার সততায় ত্রিলোক বরেণ্য হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। চল—

(সকলের প্রস্থান)

শেষ দৃশ্য ঃ—আট

সমুদ্র-তট

(পূর্ব্বের সেই মন্থনদৃশ্য—ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, দৈত্যগণ, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, কিন্নর, নর প্রভৃতি শ্রান্ত নতমুখে অবস্থান করিতেছিল। কশ্যপ দণ্ডায়মান। বৃষভবাহনে সহচর পরিবৃত

মহাদেব মধ্যস্থলে শোভা পাইতেছিল। দূরে দাঁড়াইয়া নারদ সহাস্যে বীণা বাজাইতেছিল।

অপ্সরাগণ মহাদেবের স্তুতিগানে নিযুক্ত।

(স্তুতিগান)

শিরে জাহ্নবী বৃষভবাহনে নাচে ধূর্জ্জটি।
নাচে রঙ্গে মত্ত আরাবে, নাচে নটনটি॥
জটাজুটধারী দিগম্বর মুখে ববম্-বম্,
বাজায়ে বগল গৌরীশঙ্কর কাঁপায় ভূ ব্যোম্;
পদতলে ভৈরব ভৈরবী অসংখ্য-কোটি,
নম নম হে বিশ্বেশ মহেশ ধূর্জ্জটি॥

মহাদেব। স্তুতি অভিনন্দন রাখো—ইন্দ্র! শীঘ্র সমুদ্রকে মন্থন কর—

ইন্দ্র। হে মহেশ! লোকমাতার মুক্তি হয়েছে—মন্থনেরও শেষ হ'ল। আবার কেন আদেশ করছো কৃত্তিবাস!

মহাদেব। কথা রাখ। চাই মন্থন। দেবেন্দ্র! তুমি মতিচ্ছন্ন, তাই অসাধারণ সমুদ্র-মন্থন বিনা-ধূর্জ্জটি সাধন করতে উদ্যত হয়েছো—মন্থনলব্ধ নানারত্ন তুমি নিজে আত্মসাৎ করেছো—ধিক্ তোমায়! শতধিক্ তোমার ইন্দ্রত্বে! এতবড় তাচ্ছিল্য ধূর্জ্জটির ভাগ্যে ঘটেনি। যদি মঙ্গল চাও দেবেশ, আমার আদেশে পুনঃ মন্থনে প্রবৃত্ত হও। উপস্থিত জনসমুদ্র! শুনতে পাচ্ছ আমার আদেশ? স্বেচ্ছায় কৃত্তিবাস উপস্থিত—বিতর্ক, আপত্তি, দ্বিধা বিসর্জ্জন দিয়ে মন্থনে উদ্যোগী হও—

কশ্যপ। (নতজানু হইয়া) হে বিশ্বেশ! ক্রোধ সম্বরণ কর, প্রভু। চেয়ে দেখ, অবিরত মন্থনশ্রমে অবসন্ন, ক্লান্ত—সকলে। যে বিষ্ণুবলে বলী হয়ে এই বিরাট মন্থনে সমর্থ হয়েছিল আজ মন্থনশেষে সে বিষ্ণুশক্তি অন্তর্হিত। বিষ্ণুর নিষেধে মন্থনে ক্ষান্ত—অশক্ত সকলে।

মহাদেব। আমার শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হও। তবু চাই সমুদ্র-মন্থন। মহেশের আগমন নিরর্থক হবে না কশ্যপ। অগ্রসর হও—এবারকার মন্থনলব্ধ রত্ন আমার—আমার--।

ইন্দ্র। পিতা—পিতা! উর্ব্বশীর সঙ্গে রাহু দৈত্য বহুদূরে চলে গেছে—মাতার উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে আচম্বিতে কোথা হতে উর্ব্বশী এসে নিমেষ মধ্যে দৈত্যপতি রাহুকে নিয়ে গেল—আমরা বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে শুধু চেয়ে রইলাম। একি অদ্ভুত রহস্য! কিছুই বুঝতে পারছিনা, পিতা।

কশ্যপ। বুঝেছি ইন্দ্র। তোমাদের চিরন্তন ঈর্ষা—ঘৃণা এই দৈত্যের প্রতি ঠিক আছে। মনে—মনে ইচ্ছা ছিল দৈত্যকে ফাঁকী দেবে। তারই অবসরে মহাদেবের শুভ-পদার্পণ—দেবতার আশা ভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ইন্দ্র, রাহুর সন্ধান কোথায় মিলবে? মহেশ্বর!

মহাদেব। কোন কথা শুনতে চাই না, চাই মন্থন।

(রাহু, বাহু ও জয়ন্তের প্রবেশ)

রাহু। চাই মন্থন। একি! বিশ্বেশ্বর! এসো দেব—

মহেশ্বর-- দৈত্যের দুঃখে কাতর—দৈত্যের ব্যথা—বেদনায় অনুকম্পাদাতৃ বিশ্বনাথ মহেশ্বর! লহ প্রণাম—(প্রণাম করিল) কর আশীর্ব্বাদ--

মহাদেব। জয় হোক—বৎস রাহু।

ইন্দ্র। জয়ন্ত! তোমাকে শ্রান্ত দেখছি—সঙ্গে দৈত্যসম্রাট রাহু!

জয়ন্ত। পিতা! রাহু নিরুদ্দেশ হলে—বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ আমায় বললেন কৃত্তিবাস আসছেন সমুদ্র-মন্থনে—সমুদ্রের জ্বালা নাশ করতে আবার হয়ত মন্থন হবে—তুমি ছুটে যাও, যেখান থেকে যেরূপে পার রাহুকে নিয়ে এসো। ছুটে যাও—কানন কান্তার খোঁজ কর—রাহুর সন্ধান মিলবে—। তাই আমি ছুটেছিলাম উপত্যকা, পর্ব্বত, কানন কান্তারের মসীরেখা সমাবৃত বন্ধুর পথ অতিক্রম করে, উর্ব্বশীর কবলমুক্ত অসুর সম্রাট রাহুকে নিয়ে এসেছি—

রাহু। উর্ব্বশীর কবলমুক্ত অসুর সম্রাট রাহুকে নিয়ে এসেছে জয়ন্ত। কিন্তু ইন্দ্র, দৈত্যকে অমৃত হতে বঞ্চিত করবার দৃঢ় আশায় নিয়ে এলে উর্ব্বশীকে—স্বর্গ অপ্সরা উর্ব্বশীর রূপ মদিরায় অসুরকে বিভোর করে আত্মবিস্মৃতিতে ডুবিয়ে দিতে। হাঃ হাঃ হাঃ হঃ! কৈলাসনাথ ধূর্জ্জটি এসে তোমার সে সাধের অন্তরায় হ'ল—না? স্বার্থপর ইন্দ্র—স্বার্থপর দেবতা!

ইন্দ্র। কিন্তু রাহু, দেবতা, তোমার মত একটা অপ্সরার

মোহে আত্মবিসর্জ্জন দেয় না—বিবেক বিসর্জ্জন দেয় না, নিজের স্বার্থ পরিত্যাগ করে চলে যায় না—

রাহু। ভুলেছিলাম, তার প্রায়শ্চিত্ত করেছি কিন্তু এটাও সত্য যে অমন অপ্সরা দৈত্যপুরে তৈরী হয় না। সে তোমাদের দেবলোকের জন্য ছলনায় বিশ্বজয়ের প্রলোভন পাত্র তোমরা সাজিয়ে রেখেছো বীর্যবানের মুখে লেলিয়ে দিতে। আর এটাও জানতাম না যে, দেবতার কর্ত্তব্য এমন অন্তঃসারশূন্য—আত্মগত, হীনতার বেষ্টনীর মধ্যে মাথা খাঁড়া করে থাকবে, দেবতার বীভৎসতাময় কদর্য্য চরিত্র-পতাকা। আশ্চর্য্য দেববুদ্ধি !

ইন্দ্র। দেববুদ্ধি সত্যই দৈত্যের ভাবনার অতীত। তাদের চরিত্র-পতাকা, তাদের নিয়ম শৃঙ্খলা, দৈত্যের জন্য গড়া নয়।

রাহু। তা সত্য। তোমার ইঙ্গিতে একটা গোপন ঘা আছে যা তুমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছ না। বিতর্কের প্রয়োজন নেই। ধন্বন্তরী ঠিক আছে অমৃতের ভাণ্ড কাঁখে। মহেশের শক্তি প্রভায় ধূর্জ্জটির জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে সমুদ্রের বিশাল বক্ষ তোল-পাড় করে দাও—অসুরের স্পর্শে কাঁপুক মন্দর—কাপুক বাসুকী।

ইন্দ্র। প্রণিপাত ভোলানাথ। তোমার আদেশে পুনঃ হোক মন্থন— (মন্থন আরম্ভ হইল। মথিত সিন্ধুর বিষ—সর্পের গরল—মন্দর অনল একত্র হয়ে সমুদায় দগ্ধ করিতে

লাগিল। বিষের জ্বালা সহ্য করিতে অসমর্থ হওয়ায় সকলে মন্থনে ভঙ্গ দিয়া ইতস্ততঃ ছুটিতে লাগিল।)

ইন্দ্র। একি! মন্দর অনল আকাশস্পর্শী জিহ্বায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। নাগের তপ্ত জ্বালাময়ী নিঃশ্বাসে সর্বাঙ্গ গরলাক্ত হয়ে উঠলো। ওঃ—ওঃ! তীব্র জ্বালার বিষাক্ত ঘাত প্রতিঘাত! অসহ্য! অসহ্য!! অসহ্য!!

রাহু। একি ভয়ঙ্কর ফণীর গর্জ্জন।—দীর্ঘশ্বাসে মুহুর্মুহুঃ গরল —উদগার তীব্র।—তীব্র এই বিষজ্বালা ওঃ—ওঃ—বিরাট বহ্নি প্রাকার সহস্রজিহ্বায় মুখ ব্যাদন করে প্রলয়ের জ্বালা নিয়ে আমার দিকে ছুটে আসছে? ওঃ ওঃ ধ্বংস হলেম—

কশ্যপ। কৃত্তিবাস—কৃত্তিবাস। রক্ষা কর। ভীষণ প্রলয়ঙ্কর বিষাগ্নি হতে রক্ষা কর। রক্ষা কর—কৃত্তিবাস—

মহাদেব। তাইতো। সর্বব্যাপী বিষবহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছে। ঐ দুর্বার অনল শিখা সমুদ্রের অন্তরনিহিত সমগ্র নাগের বিষ ভেসে উঠেছে—বিশ্বধ্বংসে। এক্ষনি ধ্বংস হবে ব্রহ্মাণ্ড। এবারের মন্থন-লব্ধ রত্ন যে আমার। এসো দুর্ব্বার বিষ। আমার কণ্ঠে এসো। হে বিষ! তুমি উদরস্থ হলে আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তাই তোমাব ধর্ম্মরক্ষায় মৃত্যুবরণ না করে তোমায় আমার কণ্ঠে স্থান দিলুম। তুমি সেখানে বিরাজ করে আমার ধর্ম্ম রক্ষা কর—

(গণ্ডুষে সেই ভয়ঙ্কর বিষ পান করিয়া কণ্ঠে রাখিলেন)

রাহু। ওকি—ওকি—উন্মাদ ভোলানাথ। গাঢ় নীলিমায়

আচ্ছন্ন কণ্ঠদেশ—বিবর্ণ মুখমণ্ডল—জ্বলে যাবে—জ্বলে যাবে। মহেশ্বর! মহেশ্বর! পরিহর দুর্দ্দান্ত—জীবধ্বংসী বিষ—

মহাদেব। বিষপানে নীলকণ্ঠ আমি। দেখ—শান্ত সমুদ্র—শান্ত মন্দর—শান্ত বাসুকী—শান্ত সর্বস্থল।

কশ্যপ। নীলকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ! তোমার অসীম স্থৈর্য্যে—ত্যাগে ত্রিলোক আশ্বস্ত হল।

ইন্দ্র। আশ্বস্ত হোক্ দেবতা—আশ্বস্ত হোক মন্থনকারী সকলে। শ্রম শান্তি হেতু এইবার দেবতাবৃন্দ, অমৃতের ভাণ্ড নাও—সকল দেবতা মিলে নিঃশেষে পান কর—

(দেবতাগণ অমৃতের ভাণ্ড লইতে গেলে, রাহু বিদ্যুৎবেগে অমৃতের কমণ্ডলু কাড়িয়া লইল।)

রাহু। সকল দেবতা মিলে পান কর অমৃত। কার্যোদ্ধারে চাই দৈত্যের সহায়। নির্লজ্জ, ভীরু দেবতা! অমৃতের কমণ্ডলু দৈত্যের—দৈত্যের। ব্যর্থ মরীচিকা লোভে সিংহশক্তি দৈত্যের দেহ পুষ্ট নয়। মজ্জায়—মজ্জায় দেবতার হীনতা—ছলনা। আজ দৈত্য তার টুটি চেপে ধ'রে—নেবে— সারলব্ধ অমৃতের কণা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! অমৃতের কমণ্ডুল—দেখ সবে দৈত্য-করায়ত্ব। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

ইন্দ্র। দেবগণ! অস্ত্র ধর। উদ্ধার কর ঐ কমণ্ডলু—দৈত্যের কবল হতে—

মহাদেব। স্তব্ধ হও দেবতামণ্ডলী। শোন ইন্দ্র, শোন

রাহু! শোন উপস্থিত ত্রিলোকঅধিবাসী, মন্থনে উদ্ভূত গরলের রাশি, আমি স্বেচ্ছায় কণ্ঠে নিয়েছি। আর ত্রিলোকের অভূতপূর্ব্ব উদ্ভব অমৃতের লোভে দেবাসুর দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ। অন্যায়, অবিচার আমি সহ্য করব না। সমবেত শক্তিতে মন্থন করেছো—সমভাবে তা সকলে গ্রহণ কর। কলহে নিবৃত্ত হও—

(সহসা একটা জ্যোতির বিকাশ হইল। দেখা গেল তাহার মধ্য হইতে ধীরে ধীরে মোহিনী মূর্ত্তি প্রকাশ হইল। ক্ষণকালের জন্য সকলে স্তব্ধ রহিল, বিবাদ ভুলিয়া গেল, অমৃতের কথা ভুলিয়া গেল। সকলে একদৃষ্টে সেই অপরূপা নারীর দিকে চাহিয়া রহিল। মোহে আবিষ্ট হইয়া রাহু প্রভৃতি দৈত্যগণ তাকে ধরিবার জন্য হস্ত বাড়াইয়া অগ্রসর হইল।)

রাহু। কে এ নারী? অপরূপা, সুবেশা, সুন্দরী—মন-মোহিনী। পাগোলপারা আকুলকরা চাহনি। হে অজ্ঞাত রূপসী, বিমোহিনী, তুমি এলে যদি ধরা দাও—। এসো—এসো জ্যোতির্ম্ময়ী—অলোকসামান্যা নারী, রূপসায়রে ভাসমান অসুরের বক্ষে। তোমার আলোক-উজ্জ্বল অরুণ হাসির পারাবারে আমায় ডুবিয়ে দাও। দয়া কর—দয়া কর—

মোহিনী। বিমুগ্ধ আবেশে বিবশ হও—সকলে একসঙ্গে।

(যে যেমন যেখানে ছিল সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পড়িল, মহাদেব তাহার রূপবহ্নিতে দ্বিগুণতর জ্বলিতে লাগিল)

মহাদেব। একি এ রূপ! অদেখা—এ অনন্ত রূপরাশি, ভাংখোর ভোলাকে পাগল করে তুললো। সুহাসিনী, একি রূপ! তোমার এ অফুরন্ত রূপরাশিতে আমি বিভোর—জ্ঞানহারা। সৃষ্টির অনাদি ঐ রূপবহ্নিতে আমি পুড়ে মরব। ধরা দাও—ধরা দাও—(অগ্রসর) একি—একি! সর্ব্বাঙ্গে জ্যোতির ঝরণা চলেছে! একি! জেগে উঠ্‌ছে অঙ্গে অঙ্গে নারায়ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি! কে তুমি—কে তুমি? খোল ছদ্মবেশ—দেখাও তোমার সত্যমূর্ত্তি। (মোহিনীমূর্ত্তিতে নারায়ণের মূর্ত্তি প্রকাশ।) নারায়ণ—নারায়ণ! চতুর্ভুজ নারায়ণ! হে জগৎ বিস্ময়। মোহন রূপে আমায় বিস্মিত করেছো। দাও আলিঙ্গন। (আলিঙ্গন) বাঞ্ছাকল্প! কহ—কি আদেশ—

নারায়ণ। যাও ভোলানাথ—কৈলাস-আলয়। তোমার কার্য্য শেষ।

মহাদেব। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। চললেম কৈলাস আলয়। কণ্ঠে নিয়ে বিষ, নীলকণ্ঠ আমি— (প্রস্থান)

মোহিনী। মহামায়ায় তন্দ্রাচ্ছন্ন—দেব-দৈত্য-যক্ষ-নাগ-কিন্নর। কশ্যপ! জাগো। দেব দৈত্য সকলে জাগো। সুস্থ, ধীর, মুগ্ধচিত্তে জেগে থাক—মোহিনী মায়ায়। দেবগণের আয়ুবৃদ্ধি আমার কামনা, তাই মোহিনী সেজেছি।

(সকলে চৈতন্যলাভ করিয়াই—"কোথায় কন্যা—কোথায় কন্যা" রবে মোহিনীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া চিত্রপুত্তলীর ন্যায় চাহিয়া রহিল।)

রাহু। কি বা অনুপম নারী? দশদিশি স্তম্ভিত ক'রে— আমাকেও স্তম্ভিত করেছে। কেবা তুমি আশ্চর্য্য রমনী? কোথায় তোমার বাস?

মোহিনী। ক্ষীর সমুদ্রে আমার বাস। সমুদ্রে উৎপত্তি। নাম মোহিনী।

রাহু। মন্থনে উৎপত্তি যদি—বালা, তোমার প্রতি সকলের আছে সম-অধিকার। সে অধিকারে, কেন বঞ্চনা কর?

মোহিনী। অধিকার আছে সকলের সত্য। সকলে প্রণিধান কর—আমার কথা শোন। যার জন্য—যে অমৃতের জন্য দেবাসুরে বিসম্বাদ—সেই বাদ খণ্ডনের জন্য আমার জন্ম। আগে দ্বন্দ্ব নিবারণ করি। তারপর আমি তোমাদের।

রাহু। ভাল—ভাল। মধ্যস্থ হয়ে দেবাসুরের দ্বন্দ্ব তুমিই মীমাংসা কর দেবী। ইন্দ্র! মন্থন উত্থিত এই দেবী এসেছেন আমাদের বিবাদ মেটাতে। মন্দ কি? অবশ্যই অজ্ঞাত সমুদ্র উদ্ভবা এই নারীর বিচারে তুমি আমি সকলে তুষ্ট হব। দেবেন্দ্র, কি বল?

ইন্দ্র। সমগ্র দেবতামণ্ডলী এ মধ্যস্থতায় অনুগৃহীত দৈত্যপতি!

রাহু। উত্তম। সমগ্র দৈত্যবৃন্দও এ মধ্যস্থতায় নিঃসন্দিগ্ধ। কর নারী, চূড়ান্ত নিষ্পত্তি, মন্থনের সঙ্গে সঙ্গে মিটে যাক্ হিংসার দ্বন্দ্ব। একটা স্বচ্ছ ললিত আনন্দের মেঘমেদুর খেলে যাক্ সকলের মনে—সুখসঞ্চারী মৃদুমন্দ প্রিয় সম্ভাষণে চিত্তে চিত্তে ভাবের রং প্রতিফলিত হয়ে যাক্

সকলের অন্তরে—বিদায় মুহূর্ত্তে একটা অনিন্দ্য প্রীতিতে ভরে উঠুক—

মোহিনী। কিন্তু ভয় হয় চিত্তে। নারী আমি। আমার বিধানে, পক্ষাপক্ষ যদি হিতাহিত ভুলে ক্ষেপে ওঠ—হিংসায় মূর্ত্ত হয়ে ওঠ—আমার উপায় কি হবে? প্রতিশ্রুত হও—আমার বাক্য লঙ্ঘন করে—আমায় অপমানিত করবে না?

সকলে। (সমস্বরে) না-না-না। তোমার ব্যবস্থা আমরা সাদরে গ্রহণ করব। তোমার বাক্য আমরা কদাচ লঙ্ঘন করব না।

(মোহিনী অমৃতের কমণ্ডলু হাতে লইবামাত্র ধন্বন্তরী উর্দ্ধে অদৃশ্য হইয়া গেল। মোহিনী সুধাবণ্টনে প্রবৃত্ত হইল। সুধাভাণ্ড কাঁখে লইয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইল।)

মোহিনী। দুই পংক্তি দেবাসুর কর উপবেশন। শোন বীরেন্দ্রমণ্ডলী, দেবতার অগ্রভাগ আমার বিধান—ভাগাংশ আগে পাবে তারা। কি বল—দৈত্যপতি? বল—বল—

রাহু। দেবী! তোমার হাতে বিচারের ভার দিয়েছি। সুবিচারের প্রত্যাশায় ত্রিলোক তোমার মুখের পানে চেয়ে আছে। নিরপক্ষ সমুদ্রবালা, তোমার সুবিচারে তোমার যশোগান ত্রিলোক মুখরিত করে তুলবে—তুমিও ধন্য হবে—সত্য সুবিচারে একটা মহাদ্বন্দ্বের মীমাংসায়।

সমভাগে অমৃতলাভে কৃতার্থ হবে ত্রিলোক। কৃতার্থ হবে তুমি।

মোহিনী। নিশ্চিন্ত হও রাহু। নিশ্চিন্ত হও—সমগ্র মন্থন-কারী বীরেন্দ্রমণ্ডলী।

(মোহিনী তখন তেত্রিশকোটি দেবতাকে সুধা দান করিয়া ও অবশিষ্ট নিজে পান করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। রাহু অপলকনেত্রে শূন্যে দৃষ্টিপাত করিল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে অস্ত্রাঘাতে পতিত ভাণ্ড চূর্ণ করিয়া ফেলিল।)

রাহু। ছলনার ছদ্মবেশে নারী, বাড়াইলে দেবতার গৌরব। ধ্বংস হোক্ দেবতার শাঠ্য—ধ্বংস হও দৈত্যশত্রু অধম দেবতার দল। কে আছ দৈত্য, দেবলোক হতে বিতাড়িত কর দেবতাবৃন্দে, কেড়ে নাও দেবতার সিংহাসন। হত্যা—হত্যা! রক্তগঙ্গা বয়ে যাক। দেবতার তপ্তরক্তে সমুদ্রের জ্বালাময়ী পিপাসা মিটুক। দৈত্য—দৈত্য! কাট মুণ্ড দেবতার। ভাণ্ডলগ্ন অমৃতের শেষ কণা পান করি আমি—মহাস্বাদু জীবন সুধা—অমর হোক্ অসুর।

অন্তরীক্ষে সূর্য্য

নারায়ণ! নারায়ণ! দেখ—দেখ—রাহু দৈত্য সুধা পান করছে—

অন্তরীক্ষে চন্দ্র

সর্ব্বনাশ! নারায়ণ! দেখ-দেখ—রাহু দৈত্য পুনঃপুনঃ স্বর্গীয় সুধা পান করছে। আমার সর্ব্বাঙ্গ হিম হয়ে

আসছে। আমায় বাঁচাও—দেবতার সঙ্গে পাপ দৈত্যও নিশ্চয় অমর হবে।

(শূন্যে নারায়ণের আবির্ভাব)

নারায়ণ। যাও সুদর্শন। রাহু দৈত্যের মুণ্ড কেটে কর দুই খান।

(সুদর্শন ক্ষিপ্রবেগে আসিয়া রাহুর মুণ্ড কাটিয়া ফেলিল। কিন্তু সুধাপানের জন্য রাহু মরিল না।)

ইন্দ্র। একি --একি—নারায়ণ! সুদর্শনে কাটামুণ্ড এখনও জীবিত? কলেবর সচল—সজীব। মুণ্ড করে তীব্র কটাক্ষ। অদ্ভুত! একি সুধার অমর বর? নারায়ণ! অসম্ভব এ ঘটন। বিশ্বের অগোচর, অদৃশ্য। সুদর্শনে মরে না, সুধার এত শক্তি!

নারায়ণ। সুধাব এত শক্তি ইন্দ্র! তেত্রিশ কোটি দেবতা যা পান করে অমর হয়েছে, রাহু সেই সুধার কিয়দংশ পান করেছে। সুদর্শনেও তার মৃত্যু নেই। শুনে রাখ ত্রিলোক, জেনে রাখ দেবতামণ্ডলী, আজ হতে রাহু অমর, তার মুখ হবে রাহু—কলেবর হবে কেতু।

ইন্দ্র। দেখা দাও নারায়ণ। সর্ব্ববিপদ উদ্ধার কর্ত্তা বিশ্বপালক নারায়ণ লক্ষীনারায়ণ যুগলমূর্ত্তিতে সম্মুখে উদয় হও—দেবতার শুভাকাঙ্ক্ষী নারায়ণ, শান্তি দাও—

নারায়ণ। ঐ দেখ, দৈত্যগণ ক্ষেপে উঠেছে তোমাদের আক্রমণ করতে। ইন্দ্র! সুধার শক্তিতে তোমরা

শক্তিমান—ওদের হটিয়ে দিয়ে এসো—দেখবে লক্ষ্মীনারায়ণ রূপ। শান্তি—শান্তি—

দৈত্যগণ। ববম্—ববম্—মাভৈঃ—মাভৈঃ! হত্যা—হত্যা! আক্রমণ কর দেবতায়—

দেবতাগণ। ধ্বংস! ধ্বংস হও—দৈত্যকুল—

(দেবতার আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া দৈতগণ পলায়ন করিতে লাগিল এবং দেবতার হস্তে প্রাণ দিল।)

ইন্দ্র। শান্তি—শান্তি—শান্তি—

যবনিকা

সমুদ্র-মন্থন

(নাটক)

কয়েড়া 'অরুণোদয় নাট্যসমাজ' কর্ত্তৃক প্রথম অভিনীত।

॥ ভূমিকায় ॥

নারায়ণ	...	শ্রীবিজয় চক্রবর্ত্তী
মহাদেব	...	,, স্বদেশ দেবরায়
কশ্যপ	...	,, হরিদাস দেবরায়
নারদ	...	,, শচীন চক্রবর্ত্তী
মিত্র	...	,, যোগেশ ,,
দুর্বাসা	...	,, ধরণী দেব
ইন্দ্র	...	,, ফটিক সরকার
বরুণ	...	,, ভূপেন চক্রবর্ত্তী
জয়ন্ত	...	,, পরেশ চক্রবর্ত্তী
রাহু	...	,, কালীপদ ,,
বাহু	...	,, পীযূষ সরকার
লক্ষ্মী	...	নন্তু ঠাকুর
ইন্দ্রানী	...	সূর্য সাহা
সোমলিকা	...	যাদু মণ্ডল
ঊর্বশী	...	,,
মদলিকা	...	নন্তু ঠাকুর

লক্ষণ, যোগেন, প্রফুল্ল, পূর্ণ ইত্যাদি।

॥ সংগঠনে ॥

সঙ্গীত	...	শ্রীমাখন চক্রবর্ত্তী
সংগত	...	,, যতীন চক্রবর্ত্তী ও শচীন চক্রবর্ত্তী
পরিচালনা	...	কালি বাবু ও ফটিক বাবু
ব্যবস্থাপনা	...	বিজয়, পরেশ, বলাই ও পীযূষ
স্মারক ও অধ্যক্ষ	...	শ্রীরাধিকা চক্রবর্ত্তী

॥ আমাদের নতুন নাটক ॥

শ্রীবিধুভূষণ চক্রবর্ত্তীর

অতীতের মানব

(বৈদিক নাটক)

কৃতযুগ বা আদিযুগের পথিকৃৎ অতীত যুগবীক্ষ্য
বেদ ও আর্য সভ্যতার মহান ঐতিহ্যের প্রতীক্ষ্য

'অতীতের মানব' নাটক সম্বন্ধে :

দৈনিক যুগান্তর : ২৩-২-৬৪

বৈদিক যুগের পটভূমিতে রচিত পঞ্চাঙ্ক নাটক। বৈদিক সংস্কৃতি বা ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার নাটকের উদ্দেশ্য, একথা লেখক ভূমিকায় জানিয়েছেন। যদিও আর্য-অনার্যের সংঘাতের কারণ এবং অনার্যগণের 'যজ্ঞবিগর্হিত' জীবনচর্যার আচার-হীনতা সম্পর্কে নাট্যকারের বিশ্বাস এবং বক্তব্য আধুনিক ইতিহাস বা সমাজদর্শনে অনেকাংশে সমর্থিত নয়, তা হলেও তার নাটকের পরিবেশনা এবং গ্রন্থন প্রশংসনীয়। বিশেষ উদ্দেশ্যে রচনা করা হলেও নাটকখানিতে নাট্যরস বিঘ্নিত হয়নি। বিশেষতঃ বৈদিক যুগের ঋষি ও নারী চরিত্র নিয়ে রচিত বিভিন্ন নাটকের তুলনায় এ নাটকখানি অনেক বেশী তথ্য সম্বলিত এবং কালানুযায়ী পরিবেশ-রচনায় সার্থক।

অতীতের মানব—শ্রীবিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

সাহিত্য ভিক্ষু : ৬-১০-৬৩

যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নাট্যকার অতীতের একটা অনির্দ্দিষ্ট অস্পষ্ট ঘটনার সংকলনে অভাবনীয় কাহিনীর নাট্যরূপ—'অতীতের মানব' নাটকে চিত্রিত করেছেন তা প্রগতির পথে একটি বড় নির্দ্দেশনা। নাট্যকার আর্য হিন্দুদের বেদপ্রচারে যে অভিনব প্রথা নৃত্যগীতের মাধ্যমে পশারিনীর অদ্ভুত চরিত্রটি অঙ্কিত করেছেন, সাধারণের পক্ষে এই দুরূহ বেদের মর্ম সহজবোধ্য এবং প্রচারসাফল্য লাভ করবে বলে

আমার বিশ্বাস। এবং আদিম জীবনচর্যা ও সমাজ দর্শনের ভিত্তিমূলক আর্য-সভ্যতার প্রাথমিক নিদর্শন হিসাবে নাটকখানির মূল্যায়ন করা যায়।

ঋষি গোষ্ঠিচ্যুত শূদ্র কবসের 'সংহিতা' গ্রহণ ক'রে আর্যঋষিগণ ন্যায় ও অহিংসার সত্যিকার নীতি রক্ষা করে এসেছেন—তার যাথার্থ্য প্রমাণ এই চরিত্রটি, যা নাট্যকারের বর্ণনায় একটা অবিসম্বাদী ধারণা আনা খুব শক্ত নয়। নাট্যকারের এই অতীত অসামঞ্জস ইতিবৃত্ত নিয়ে এরূপ একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটকের রূপদানের প্রচেষ্টা সত্যি প্রশংসনীয় এবং যুগোপযোগী সার্থক রচনা বর্তমান সুনাটকের অভাব দূর করবে।

বিদ্রোহী : সাহিত্যাচার্য

(ছোটদের নাটিকা) শ্রীবিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী

—ছোটদের মনে জাতীয় ভাবের একটা সর্বাঙ্গীন রসপ্লুত আনন্দের রেশ রেখাপাত করবে একটা নতুন ছন্দ। জাগরণের উন্মুখ আকাঙ্খায় মেতে উঠবে, নেচে উঠবে প্রত্যেক তরুণ কিশোর—

নাটিকাটি সম্বন্ধে :

দৈনিক বসুমতী : ৩-৫-৬৪

'বিদ্রোহী' ছোটদের নাটিকা। স্ত্রীচরিত্র বর্জিত ছোটদের এই নাটিকাটি সিপাহী বিদ্রোহের বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত। ছোটদের মনে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ এবং স্বাধীনতা রক্ষা সম্বন্ধে বোধ জাগানোই সম্ভবতঃ নাট্যকারের উদ্দেশ্য। ছোট ছোট আটটি দৃশ্যে দুটি অঙ্ককে বিভক্ত করা হয়েছে। কিন্তু হাস্যরসের ও অবতারণা করেছেন নাট্যকার একটি 'বাঙ্গাল অফিসার' চরিত্রের মাধ্যমে এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ছাড়া দর্শক হিসাবে বড়রাও উপভোগ করবে।

এ ধরণের নাটক-নাটিকার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে সে সম্বন্ধে মতানৈক্যের কোন কারণ নেই।

বিদ্রোহী ঃ সাহিত্যাচার্য,

(ছোটদের নাটিকা) শ্রীবিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী

ছোটদের মনের খোরাক হিসাবে বিদ্রোহী নাটিকাটি যুগোপযোগী হয়েছে, সন্দেহ নেই। সিপাহী বিদ্রোহের বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর একটি ছোট অংশ গুছিয়ে তাকে সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খলার সহিত রূপদান করা নাট্যকারের সুকৌশল ও সুমননের পরিচয় দেয়। ঘটনার সুষ্ঠু, সাবলীল, সুসংহত রচনা-ভঙ্গি, সহজ, সরল অথচ ওজস্বিনী ভাষায় লিখ-প্রকাশ উজ্জ্বল প্রতিভার পরিচায়ক এবং আজকালের সুলেখক বলে দ্বিধাশূন্য চিত্তে মেনে নেওয়া যায়। এরূপ শিক্ষাপ্রদ শিশুদের ভবিষ্য জীবন গঠনে সহায়ক লেখার মর্যদা দানে প্রত্যেক শিক্ষায়তন হতেই অকুণ্ঠ সমর্থন পাবেন বলে আমি সুনিশ্চয় আশা করতে পারি।

শ্রীবিদ্যাধর

২৪, হাজরা পাড়া লেন,
বালী, হুগলী।

চক্রবুধ গ্রন্থালয়—পাবনা কলোনী
কাটোয়া, বর্ধমান